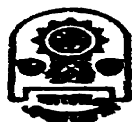
শয়তানের সাকরেদ

অনুবাদ

মাহমুদ হাসান



বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭৭
মে ১৯৭০

পাণ্ডুলিপি
ভাষা-সাহিত্য, উপ-বিভাগ/২৭/৮৩-'৮৪

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : রাশীব আহসান

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া মা-কে

চরিত্র পরিচিতি

জুলেখা	আবিদুর রশিদের স্ত্রী
বানু	তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী
মন্টু	আবিদুর রশিদের কনিষ্ঠপুত্র
বেলায়েৎ আলি	আবিদুর রশিদের বন্ধু
রিনা	মওলানা বেলায়েৎ আলির স্ত্রী
হাজারী	আবিদুর রশিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
হাদি	তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
হারুন	আবিদুর রশিদের জ্যেষ্ঠপুত্র—শয়তানের সাকরেদ
মোস্তাফা	এ্যাডভোকেট
	মেজর বখতিয়ার
	কর্নেল আশিক চৌধুরী
	ক্যাপ্টেন সুলেরী
	সুবাদার
	সিপাহী

প্রথম অঙ্ক

[শীতের শেষ রাত। রাজহাটি। আবিদুর রশিদের বাড়ির বসবার ঘর। মিসেস জুলেখা রশিদ একটি আরামকেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন—চোখ বুঁজে। জুলেখার বয়স পঞ্চাশ। সংসারের জন্যে তিনি খেটেছেন প্রচুর; সেই খাটুনির ছাপ তাঁর চেহারায় যেমন রয়েছে সেই সঙ্গে রয়েছে সেই খাটুনির প্রাপ্য আদায়ের ইচ্ছের। ঘরের আর এক দিকে এক খাটের উপর শুয়ে আছে তের বছরের মেয়ে বানু। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ঘুমিয়ে আছে। জুলেখা যেদিকে শুয়ে আছেন সেদিকের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো—প্রথমে আস্তে, পরে তার চেয়ে জোরে। জুলেখা চোখ খুললেন।]

জুলেখা বানু, বানু (কড়া নাড়ার শব্দ আরো জোরে হলো)—এই বানু—আরে! (উঠে দাঁড়িয়ে) ও, ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে! (বানুর কাছে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে) বানু, এই বানু—

বানু (উঠেই, হতভম্বের মত) জী...?

জুলেখা আক্কেল বলিহারি তোমার! বাপের লাশ এখনো কবরে ঠাণ্ডা হলো না, আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছো?

বানু জী, না—আমি ঠিক ঘুমুতে চাই নি...

জুলেখা ঘুমুতে চাই নি—তবে করছিলেটা কী? (বানু তখনো বুঝতে পারে না তাকে কী করতে হবে) যাও, দরজা খুলে দিয়ে এসো। মন্টু বোধহয় এসেছে। (বানু বিছানা থেকে নেমে একটু যেতেই) থাক, তোমাকে আর যেতে হবে না। তুমি জেগে থাকলেই যথেষ্ট। (বানু থামে। তিনি নিজেই যেতে থাকেন।) সারাজীবন এই গাধার খাটুনি......

[দরজা খুলে দিতেই মন্টু ঢোকে। সে জুলেখার ছোট ছেলে। সরলতা এবং নির্বুদ্ধিতার সীমারেখা মন্টুর জীবনে এখনো

স্পষ্ট হয় নি; কোনোদিন হবে বলেও গুরুজনেরা আশা না। মন্টুর বয়স আঠার। ঢুকতেই প্রথমে নজরে পড়ে তার গায়ের কাপড়; তা দেখেই অনুমান করা যায় বাইরে ঠাণ্ডাটা কেমন]

মন্টু (ঢুকেই) উঃ কী ঠাণ্ডা, যেন বরফের স্রোত. . . (বানুকে দেখে) এ কে?

বানু (লজ্জাজড়িত গলায়) বানু।

জুলেখা (বানুকে) থাক, আর পরিচয় দিতে হবে না। নিজের কানে শোনার মত নিজের পরিচয়ও তোমার নেই। তুমি ভিতরে যাও, আর সেখানে করার মত কিছু না পেলে চোখ বুঁজে ঘুমোও, বুঝলে—এ-অবস্থায় জেগে থাকার মন যখন আল্লা তোমাকে দেয় নি। (বানু ভিতরে চলে যায়। তার চোখে পানি।) —আশ্চর্য! আমি না ডাকলে সারারাত এখানে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোত!

মন্টু চাচার মৃত্যু পরিবারের আর কারুর মত অনুভব করবে এটা নিশ্চয় ওর কাছে আমরা আশা করি না।

জুলেখা তা করবো কেন? ও যে তার মেয়ে, ওর কাছে তা আমরা আশা করবো কেন?

মন্টু চাচার মেয়ে!

জুলেখা তা না হলে মরতে এখানে আসবে কেন? তুই কি মনে করিস সংসারে আমি দিব্যি হাত পা গুটিয়ে আরামে বসে আছি যে একটা মেয়ে মানুষ করার কাজ না নিলে বাতে আমাকে পেয়ে বসবে? তোর আর তোর বাউণ্ডুলে ভাইয়ের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, নিজের মেয়েদের মানুষ করতে হাড়-মাংস আমি যে-ভাবে মাটি করেছি তা'তে পরের মেয়ে মানুষ করার সাধ আমার আর নেই—তা-ও যদি মনসুরের বিয়ে-করা বউয়ের মেয়ে হ'তো।

মন্টু (ভেতরের দরজার কাছ দিয়ে বানুকে যেতে দেখা গেলো। সেদিকে চেয়ে) আস্তে, ও শুনতে পাবে।

জুলেখা থাক। খোদাকে যারা ভয় করে শয়তানের কুকীর্তির কথা জানাতে তারা ভয় পায় না। (মন্টু কিছু বলে না।... ভালমন্দের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অনীহ। মন্টুর নীরবতাকে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় জুলেখার।) কী রে, কিছু বলছিস না যে?

মন্টু বেলায়েৎ চাচা এসে সবকিছু বলবেন। তিনি আসছেন।

জুলেখা সবকিছু—কী সব?

মন্টু (যা বলতে যাচ্ছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য নিয়ে এসে) আব্বা মারা গেছেন।

জুলেখা (অবাক হ'য়ে এমনভাবে বলেন যে ধমকের মত শোনায়) তোর আব্বা?

মন্টু এটাও কি আমার দোষ?

জুলেখা (মন্টু নিশ্চুপ। সে আর কিছু বলছে না দেখে তাকে জোরে ধমক মারেন।) চুপ ক'রে গেলি কেন? বল্ কী হয়েছিলো।

মন্টু (গড়গড় ক'রে বলে যায়। আগে কখনো এভাবে গুছিয়ে সে আর কিছু বলে নি।) সাহেববাজারে পৌঁছে আমরা দেখলাম আব্বা অসুস্থ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে আছেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে তাঁর শরীর খুব খারাপ। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন না। আমাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে বেলায়েৎ চাচা আব্বার পাশে ব'সে রইলেন। সেই রাত্রেই তিনি মারা যান।

জুলেখা (অবাক হওয়ার ভাবটা কেটে গেছে) ওহ্ খোদা···জানি না আমার বরাতে আর কী আছে. . . দিব্যি ভালমানুষ; মিলিটারির গুলীতে ভাইয়ের জখম হবার খবর শুনে গেলেন ভাইকে দেখতে—অমন এক গুণ্ডা ভাইকে দেখতে

না গেলে কী-ই বা হতো—সেখানে গিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলেন এই বেজন্মা মেয়েটাকে! যতজনের পাপের বোঝা সব আমার ঘাড়ে—কেন যে আমার মরণ হয় না . . .

মন্টু (বাইরের দিকে তাকিয়ে—তখন ভোর হ'য়ে আসছে) বাহ্, সকালটা বড় চমৎকার হবে!

জুলেখা চুপ কর্। বাবা মারা গেছে এখানো চব্বিশ ঘন্টা হলো না, আর তুই . . . মায়া-মহব্বৎ ব'লে তোদের কি কিছু নেই?

মন্টু বারে, বাবা মারা গেলে বুঝি সকালের চমৎকার হ'তে নেই, আর সকালটা যদি তা-ই হয় তাহলে বলতে দোষ কী?

জুলেখা (তিক্তভাবে) চমৎকার! এই না হ'লে কি আর আমার ছেলে! একজন তো বাড়ি ছেড়ে গুণ্ডা-বদমায়েশ নিয়ে টো টো ক'রে বেড়াচ্ছেন, আর একজন যিনি বাড়িতে রইলেন তিনি এই অতি-বুদ্ধিমান! আমার ছেলেরা আমাকে বড় আরামে রেখেছে!

[দরজা নাড়ার শব্দ হলো]

মন্টু বেলায়েৎ চাচা (ব'লে চুপ ক'রে থাকে)।

জুলেখা দরজা খুলে দেবে কে?

[মন্টু লাফ দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। বেলায়েৎ ঢোকেন। রশিদ-পরিবারের বহুদিনকার বন্ধু তিনি। তাঁর গায়ে আচকান, মাথায় টুপি ও মুখে চাপদাড়ি থাকলেও এবং নিজের নামের আগে মওলানা শব্দ তিনি ব্যবহার করলেও ধর্মবিরোধীদের প্রতি তাঁর উদারতা কিছুমাত্র কম নয়। বেলায়েৎ অধ্যাপক। শুধু ভাল পড়ালেই যে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না তা তিনি অধ্যাপনা জীবনের শুরুতেই টের পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন সেটার সঙ্গে দরকার ছাত্রদের বশ করতে পারার। এটিকে আয়ত্তে আনতে গিয়ে তাঁকে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয়েছে। বেলায়েৎ স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন। তাই জুলেখার সমবয়সী হলেও তাঁকে তাঁর বয়সের চেয়ে অনেক ছোট মনে হয়। মন্টুর দরজা খুলে দিতে যাওয়া এবং বেলায়েতের ঘরের ভিতরে ঢোকার

সময়ের মধ্যে দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারের উপরে বসেন জুলেখা—অনেকটা যেন বিধবা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে।]

বেলায়েৎ (জুলেখার দিকে তাকিয়ে, মন্টুকে) ওকে বলেছো?

মন্টু আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে।

[বেলায়েৎ আস্তে আস্তে এসে জুলেখার কাছে বসেন। হাত দিয়ে চোখ মুছে মুখ তোলেন জুলেখা। মন্টু এর মধ্যে ইজি-চেয়ারে শুয়ে তন্দ্রা ও ঘুমের মাঝখানে এসে পেঁছিছে।]

বেলায়েৎ আল্লা বড় নির্দয়, ভাবী।

জুলেখা তিনি যা দেন আমি তাই মাথা পেতে নিই। তাঁর হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে যে মনসুরকে ও কেন দেখতে গেলো! ও যে এক বিশৃঙ্খলা-কারী মজুরদলের সর্দারের আত্মীয় হয় এটাই কি ওর জানানোর ইচ্ছে হয়েছিলো?

বেলায়েৎ মনসুর ওর আপন ভাই হতো, ভাবী।

জুলেখা আমাদের বিয়ের পর তাকে ভাই ব'লে ও কখনো স্বীকার করে নি। আমাকে ও এত ভালবাসতো যে অমন একজন বদমায়েশকে ভাই ব'লে স্বীকার ক'রে ও আমাকে অপমান করতে চায় নি। তুমি কি মনে করো যে ওর যদি মনসুরের মত অবস্থা হতো মনসুর ওকে একশো মাইল দূর থেকে দেখতে আসতো? কখ্খনো না। একশো মাইল দূরের কথা। একশো গজ দূর হলেও না......

বেলায়েৎ আবিদ ভাইয়ের ইচ্ছামত তাঁর কবর তাঁর ভাইয়ের পাশেই দেওয়া হয়। (একটু থামেন) আবিদ ভাইয়ের দাফনের সময় হারুন সেখানে ছিলো।

জুলেখা (স্বরে অপছন্দের সঙ্গে বিস্মিত হওয়ার সুর) হারুন

বেলায়েৎ জী।

জুলেখা — মনসুরের মৃত্যুর সময় তার থাকা উচিত ছিলো। শান্তি-ভঙ্গকারীরা কী-ভাবে শান্তিরক্ষাকারীদের হাতে মরে তা দেখে সে নিজের জন্যে সাবধান হতে পারতো, বুঝতো যে সাবধান না হলে তার দশাও একদিন ও-রকম হবে. . . (অন্য কথায় আসেন) হারুনকে কি ওখান থেকে খবর পাঠানো হয়েছিলো ?

বেলায়েৎ — জী, আবিদ ভাই নিজেই তাকে আসতে লিখেছিলেন (জুলেখা আশ্চর্য হন)। হাসপাতালে মুমূর্ষ মনসুরকে দেখে বোধহয় মনসুরের উপর আবিদ ভাইয়ের সহানুভূতি হয়, আর যে জন্যে মনসুরের এই অবস্থা হলো সেগুলোকেও তিনি যেন তখন থেকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। হারুনও বোধহয় তখন তাঁর চোখের সামনে এক নতুন রূপে ভেসে ওঠে। তিনি ভাবেন মনসুরের কাজই তো হারুন করছে, মনসুরের অসম্পূর্ণ কাজই তো সে সম্পূর্ণ করবে... (জুলেখা অস্বস্তি বোধ করেছেন বুঝতে পেরে) সেই চিঠি পেয়েই কিন্তু হারুন আসে নি। সে জবাব দিয়েছিলো— থামেন, যেন বলতে চাইছেন না)

জুলেখা — কী জবাব দিয়েছিলো ?

বেলায়েৎ — যে ইহকাল এবং পরকালে সে তার কুলাঙ্গার চাচার পাশেই থাকবে, নীতিমান বাপ-মা'র পাশে নয়।

জুলেখা — এ-জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হবে, তুমি দেখো এ-জন্যে ঠিক তাকে শাস্তি পেতে হবে—ইহকালেও, পরকালেও।

বেলায়েৎ — কার কী হবে সে-কথা বোধহয় আমরা বলতে পারি না ভাবী।

জুলেখা — আমি কি বলেছি বলতে পারি ? তবে আমরা শুনেছি মন্দেরা শাস্তি পাবেই। তা না হ'লে কী লাভ আমাদের আল্লার বিধান মেনে চলে যদি না আমাদের সঙ্গে ওদের— আল্লাকে নিয়ে যারা বিদ্রূপ করে তাদের—কোনো তফাৎ না থাকে ?

বেলায়েৎ হারুনের আব্বা এই দুনিয়াতেই তাকে ক্ষমা ক'রে গেছেন, আর আল্লা কী করবেন বা করবেন না তা আমরা কেউ বলতে পারি না।

জুলেখা ওর আব্বার বিচার-বুদ্ধি তো--

বেলায়েৎ (আঘাত পেয়ে) উঁ. . . . . . ?

জুলেখা (যেন লজ্জা পেয়েছেন এমন একটা প্রতিক্রিয়া মনে এলেও জোরের সঙ্গে বলেন) আমি হারুনের মা। হারুনের আব্বাকে আমি চিনি। আর তা'ছাড়া তার সম্পর্কে কিছু বলার অধিকারও আমার আছে। (জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেও তিনি মনে করেন তিনি আগে যা বলেছেন এজন্যে বেলায়েৎকে শান্ত করার প্রয়োজন এবং এজন্যে প্রয়োজন সময়ের) তুমি একটু বসো। তোমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে আসি। (উঠে দাঁড়ান) আগেই দেওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তুমি তো জানো কী মানসিক অবস্থার মধ্যে আছি।

বেলায়েৎ না, চায়ের দরকার নেই। আপনি বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। (জুলেখা বসেন। তিনি যে একটা গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছেন এ-সম্পর্কে বেলায়েৎ সচেতন হন।) নতুন উইল সম্বন্ধে মন্টু কি আপনাকে কিছু বলেছে ?

জুলেখা (ভয় পেয়েছেন) নতুন উইল ? উনি কি—(কথা শেষ করতে পারেন না)

বেলায়েৎ জী, মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে আবিদ ভাই তাঁর মত পাল্টান।

জুলেখা (কণ্ঠে ক্রোধ ফুটে ওঠে) আর তোমরা আমার হক্ আমার কাছ থেকে অন্যদের কেড়ে নিতে দিলে ?

বেলায়েৎ তাঁকে বাধা দেবার কোনো ক্ষমতা আমার ছিলো না। তাঁর নিজের জিনিস তিনি যাকে ভাল মনে করেন তাকেই দিয়ে যেতে পারেন।

জুলেখা তার নিজের কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু ছিলো না। যা-কিছু তার নিজের ব'লে তুমি মনে করছো সব আমি বিয়েতে যৌতুক

হিসাবে এনেছিলাম। সে যা-কিছু করেছে সব তা থেকেই। এ-সব আমার টাকা, আমার জিনিস। অন্যদের কী দিতে হয় বা না হয় তা আমার দেখার কথা—তার নয়. . . বুঝেছি, আমার সামনে এটা করার সাহস তার হয় নি; তাই চুপি চুপি চোরের মত পালিয়ে গিয়ে আইনের সাহায্য নিয়ে দূর থেকে আমাকে ঠেকিয়েছে। তোমারও লজ্জা হওয়া উচিত বেলায়েৎ—তুমি না কোরান-পড়া মওলানা; কী ক'রে এই কাজে তুমি তার সাকরেদি করলে?

বলায়েৎ (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনি আমাকে যা-খুশি তাই বলতে পারেন। আমি কিছুই মনে করবো না। আপনি শোকে মুহ্যমান—

জুলেখা (ঘৃণার সঙ্গ) শোক?

বেলায়েৎ আচ্ছা, তাহ'লে নিরাশা—যদি আপনার এ অবস্থায় এটাকেই আপনি বেশী প্রিয় ব'লে মনে করেন, আপনার মন যদি তাই বলে. . . . . .

জুলেখা মন? আমার মন! কোথেকে তুমি এ-জিনিস শিখলে যে আমাদের মনের কথামত আমরা চলতে পাবি?

বেলায়েৎ (যেন দোষ করেছেন) না, আমি ঠিক ওকথা . . . .

জুলেখা কথা ঘুরোতে যেও না বেলায়েৎ। মনের কথা যখন তুললে তখন শোনো। আমাদের বলা হ'য়ে থাকে আমাদেব মন নাকি আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চায়। ঘৃণ্য লোভ দেখায়। আমাকেও এই কথা বলা হয়েছিলো। তুমি জানো। তুমি সব জানো। তুমি জানো যে আমার মন আমি কাকে দিয়েছিলাম। তিরিশ বছর ধ'রে যার সংসারের ঘানি অমি টানলাম তাকে নয়, ক'দিন আগে মিলিটারির গুলীতে যে মরলো তাকে—ঐ মনসুরকে। তোমার আব্বা এসে আমাকে বোঝালেন—মন দেওয়া-নেওয়া ও-সব কিছু নয়, সব ছেলেখেলা। বিয়ে যেন আমি বড় ভাইকেই করি। তিনি আমাকে আমার মনের বিরুদ্ধে শক্ত ক'রে বেঁধে দিয়ে

গেলেন আর তাঁর কথামত নাস্তিক মনসুরকে ছেড়ে আমি বিয়ে করলাম ধর্মভীরু আবিদকে। তুমি সব জানতে বেলায়েৎ, কিন্তু সেদিন তুমিও আমাকে সাহস দাওনি. . . আর নিজের বেলা কী করলে? নিজের বিয়েটা তো মন দেওয়া-নেওয়া ক'রেই করলে। যাও, ঘরে যাও—যেখানে তোমার সাধের স্ত্রী আছে আর এ-সব মনের কথা তাকে গিয়ে বলো। (বেলায়েতের দিকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের উপর একটি হাত রেখে তার উপর মাথা রাখেন জুলেখা। তাঁকে দেখে মনে হয় বেলায়েতের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে নিজের ভুলের কথাই তিনি ভাবছেন।]

বেলায়েৎ (যাবার প্রস্তুতি হিসাবে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দেয়) আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে উইলটা আজই—সম্ভব হ'লে আজ সকালেই—পড়া হবে। আবিদ ভাইয়ের ইচ্ছা ছিলো যত শিগ্‌গির পারি সেটা যেন আমরা প্রকাশ করি।

জুলেখা (স্পষ্টভাবে) আমার কোনো আপত্তি নেই।

বেলায়েৎ তাহ'লে আমি সবাইকে খবরটা দিয়ে দিই। . . আর একটা কথা। উইল যেখানে পড়া হবে হারুন সেখানে থাকবে—থাকার অধিকারও তার আছে, কিন্তু জোর করে এ-বাড়িতে সে ঢুকতে চায় না।

জুলেখা এ-বাড়িতেই সে আসবে। সে কি আশা করে যে তার সুবিধের জন্যে তার বাবার বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আমরা তার বাবার উইল শুনবো? সবাই এখানে আসবে। আসুক সবাই. আর যায়ও যেন তাড়াতাড়ি যাতে পরে যেন আর কারো কাছে শুনতে না হয় যে তার দিনের অর্ধেক সময় সে এখানে মাটি করেছে। (আপন মনে) আসুক সবাই। ভয় আমি কাউকে পাই না।

বেলায়েৎ (জুলেখার কাছে এসে) ভাবী, একসময় আপনার উপর আমার কিছু জোর ছিলো। আমি কখন সেটা হারালাম?

জুলেখা যখন তুমি প্রেম ক'রে বিয়ে করলে ঠিক তখন। (বেলায়েৎ আস্তে আস্তে বেরিয়ে যান। জুলেখা চেয়ার ছেড়ে ওঠেন আর বাইরের লোকেরা আসবে ব'লে ঘরের জিনিসপত্র ঠিক করতে থাকেন। মন্টু তখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। তিনি তাকে জোরে ডাকেন।)

জুলেখা মন্টু। (তারপর ধাক্কা দিয়ে) এই মন্টু, ওঠ্। ছেলেমেয়েদের সব হলো কী? বাবাদের জন্যে দুঃখ-শোক ব'লে তোদের কি কিছু নেই? এই অবস্থায় ঘুমুস কী ক'রে?

মন্টু (চোখ রগড়াতে রগড়াতে) যতদিন আব্বার কথা মনে থাকবে ততদিন বুঝি আমরা আর ঘুমুবো না?

জুলেখা (বড় একটা টেবিল সরিয়ে রাখার জন্যে সেটাতে হাত দিয়েছেন) বাজে কথা রাখ্। টেবিলটাকে ধর্তো—মাঝখানে রাখতে হবে। (দুজনে ধরাধরি ক'রে টেবিলটাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখে। দেয়াল আলমারি থেকে একটা সাদা টেবিল ক্লথ বার ক'রে জুলেখা টেবিলটার উপর বিছিয়ে দেন। তারপর ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র হাতে দিতে থাকেন। সকাল যে হ'য়ে গেছে তা পরিষ্কার বোঝা গেলো যখন তিনি ঘরের জানালা খুললেন।) লোকজন আসার আগে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নে। অনেক লোক আসবে।

মন্টু কেন?

লেখা তোর আব্বার উইল পড়া হবে।

মন্টু কারা কারা আসবে মা?

জুলেখা তোর চাচা-চাচীরা সবাই। এ-ছাড়া বেলায়েৎ আছে, উকিল আছে। ঘনিষ্ঠদের মধ্যে আর কেউ কেউ আসতে পারে··· (বিস্কুটের একটা টিন হাত দিয়ে ধ'রে) আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। পনরটা বিস্কুট গুণে রেখে গেলাম। এসে আবার গুণবো। একটাও যেন না কমে। (আলমারির তাকে

বিস্কুটের টিন রেখে দেন) কেকও যা আছে তাই যেন থাকে। আমি কিন্তু দেখলেই বুঝতে পারবো কেটে খেয়েছিস কি না।

মন্টু (জানালার দিকে তাকিয়ে) রিনা চাচী আসছেন।

জুলেখা এখন কেন? ··· আমি যে এখনো কাপড়ই ছাড়ি নি. . . . . . (মন্টুর কী খেয়াল হয় সে জুলেখার কথায় হেসে ফেলে। তার হাসি থামানোর জন্যে জুলেখা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান, কিন্তু এ ভাবে তিনি বেশীক্ষণ তাকাতে পারেন না। দরজায় টোকা পড়ার শব্দে তাঁকে দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাতে হয়। তিনি দরজা খুলে দিতে এগিয়ে যান। মন্টু বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যে ভেতরের দরজার দিকে যেতে থাকে।) বানুটাকে কান ধ'রে তুলে দিস তো—ও বোধহয় এখনো প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ওকে এখানে আসতে বলিস—মাথাটাও যেন আঁচড়ে আসে। (মন্টু চলে যায়। জুলেখা বাইরের দরজা খুলে দেন।) এসো। (রিনা ঢোকে। বয়সে সে তার স্বামীর চেয়ে বিশ বছরের ছোট হ'লেও বেলায়েৎকে তার পাশে দেখলে মনে হবে যে প্রাণচাঞ্চল্যের দিক থেকে তারা একজন আর একজনের বয়সে এসে আশ্রয় নিয়েছে। পোশাক পরিধানে সুরুচির পরিচয় রিনা সবসময় দেয়; কিন্তু তাকে দেখে কোনো সহানুভূতিশীল বোদ্ধা প্রথম যে-কথা বলতে চাইবেন সেটা তার পোশাকের কথা নয়, বল'তে চাইবেন, 'মেয়েটা জানে না দুনিয়া কী কঠিন জায়গা!')

রিনা আরো আগে আমার আসা উচিত ছিলো. . . আপনার এ-অবস্থায় বাড়িতে এত লোকজন আসছে—একা হাতে সব ঠিকঠাক করা. . . . . .

জুলেখা (কঠিনভাবে) বাইরের লোকের জন্যে আমার বাড়ি সবসময় ঠিকই থাকে।

রিনা (জুলেখার কথা গায়ে না মেখে) তা তো ঠিকই......
আমি ঠিক ওকথা বলতে চাই নি......

জুলেখা দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও। ('ওহ্ আমি কি বোকামি করেছি!' মুখে এই ভাব নিয়ে দরজা বন্ধ করে রিনা এবং জুলেখার কোনো একটা কাজে আসতে পেরেছে ব'লে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করতে থাকে) তুমি বসো। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি। কেউ এলে...

রিনা ও-জন্যে আপনি কিছু ভাববেন্ না, আমি সব দেখবো।

জুলেখা বাড়ি গোছানোর চেয়ে এটাই বোধহয় তুমি ভাল পারবে। (বাড়ির ভেতর থেকে বানু আসে) এদিকে এসো। (বানু ভয়ে ভয়ে তার কাছে যায়।) এ কী? চুলের এ কী ছিরি? এই তোমার মাথা আঁচড়ে আসা। (তিনি তার চুলে হাত দেন) দেখলেই বোঝা যায় যে কাদের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছো। (তিনি তার চুলগুলো নিয়ে নাড়েন—সেখানে শ্রী আনবার জন্যে) ঐ টুলটায় গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকো। (টুলটাকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখান) কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে কোনো কথা বলবে না, বুঝলে? (তিনি বানুকে ছেড়ে দেন)

বানু জী।

জুলেখা তোমার আব্বার স্বজনরা দেখুক' কে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমাকে খেতে পরতে দেবার দায়িত্ব আমার চেয়ে তাদের কিছু কম ছিলো না। (যাবার জন্যে পা বাড়ান) যাও, যা বললাম তাই করো। (চলে যান। বানু টুলটার উপর গিয়ে বসে।)

রিনা (বানুর কাছে গিয়ে তার চুলের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে) তুমি কিন্তু তোমার চাচীর কথায় কিছু মনে কোরো না। আসলে উনি খুব ভালমানুষ। তোমার ভাল চান ব'লেই উনি এ-সব বলেন।

বানু (অনাবিষ্ট দুঃখের সঙ্গে) জী।

রিনা তুমি মোটেই মন খারাপ কোরো না, কেমন। (ঘরের কিছু জিনিসপত্র দেখতে ভাল লাগবে বলে রিনা একজায়গা থেকে আর একজায়গায় সরিয়ে রাখতে থাকে। তার কাজ দেখে বোঝা যায় লেখার চেয়ে সে ভাল ঘর সাজাতে পারে।)

বানু জী, না। তাঁরা কেউ আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। আব্বার কাছে আমি হারুন ভাইয়ের কথা শুনতাম—হারুন-অর-রশিদ; কিন্তু তাঁকে আমি এখনো দেখি নি।

রিনা (হঠাৎ আঘাত পেলে মানুষের অবস্থা যেমন হয় হারুনের নাম শুনে রিনার অবস্থা তেমন হয়েছে।) হারুন-অর রশিদ! বানু, তুমি কি সত্যিই ভাল মেয়ে হতে চাও—এখন যে সবাই তোমাকে ভাল বলবে, তোমাকে ভালবাসবে?

বানু (অর্ধেক মন দিয়ে) জী, চাই।

রিনা তাহলে হারুন-অর-রশিদের নাম আর মুখে এনো না। তুমি জানো না সে কত খারাপ ছেলে।

বানু কেন—হারুন ভাই কী করেছে?

রিনা তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও তোমার উচিত নয়। তুমি ছেলেমানুষ; খারাপ হওয়া যে কাকে বলে তা তুমি এখনো জানো না......হারুন গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে, লোকের জিনিসপত্র কেড়ে নেবার কথা বলে, জুম্মার দিন মসজিদে না গিয়ে মসজিদের সামনে বসে তাশ খেলে। তার সামনে তুমি কখনো যেও না বানু।

বানু আচ্ছা, যাবো না।

রিনা (বানুর কথায় সন্তুষ্ট হয় নি) আমার মনে হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনোটাই তুমি চিন্তা ক'রে বলো না।

বানু জী না, আমি ঠিক—

রিনা তুমি ঠিক কী?

বানু মানে...আমার আব্বা সম্বন্ধেও সবাই ঐ কথা বলতো।

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। বানুকে ছেড়ে সেদিকে মন দেয় রিনা।]

রিনা ওঁরা কেউ এসেছেন। (বানুকে) তোমার চাচী যা বলেছেন মনে রেখো।

[বাড়ির ভিতর থেকে ঢুকে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয় মন্টু আর দরজা খুলেই বলে।]

মন্টু আসসালামু আলায়কুম।

[তার সালামের উত্তর কেউ দেয় কেউ দেয় না। দরজা খুলতেই সূর্যের আলো যেভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাতে বোঝা যায় বেশ খানিকক্ষণ হলো সেটা আকাশে উঠেছে। ঠাণ্ডাও এর মধ্যে কিছু কমেছে। ঘরে প্রথমে ঢোকেন বেলায়েৎ। তিনি তাঁর ওভার কোট বাড়িতে রেখে এসেছেন। প্রায় তাঁর সঙ্গেই ঢুকতে দেখা যায় স্যুট-পরা মধ্যবয়সী এডভোকেট মোস্তাফাকে। তারপর পরিবারের সবাই এক এক ক'রে আসেন। প্রথমেই পরিবারের বড়চাচা হাদি রশিদ। তাঁর দেহ সচেতন করিয়ে দেয় যে খাবার টেবিলে ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী পটুত্ব আর বোধহয় কেউ দেখাতে পারবেন না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছেদ ধারণা করিয়ে দেয় যে সেগুলো কোনো অর্থবান লোকের পরিধেয় নয় যেমন তাঁর ব্যস্তসময় স্ত্রী সুবাইয়া ধারণা করিয়ে দেন যে তিনি কোনো অর্থবান লোকের স্ত্রী নন। বয়সে তাঁরা দুজনই জুলেখার বড়, হাদি তাঁর মৃত স্বামীরও। পরিবারের ছোট-চাচা হাজারী ছোটখাটো মানুষ। তাঁর সঙ্গে ঢুকলেন তাঁর অর্ধ-গর্বিতা-যা তাঁর হাবভাবে দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান—স্ত্রী জাহেদা। হাদিদের দুশ্চিন্তা হাজারীদের জন্য নয়।

মোস্তাফা চটপটে লোক। তিনি তাঁর কর্তব্য এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন। যেখান থেকে কথা বললে সবাই তাঁর কথা সবচেয়ে ভাল শুনতে পাবে তিনি সে দিকে এগিয়ে গিয়ে বসেন। হাদি ঘরের এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকেন। এর

ফলে তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কিছুটা দূরে পড়ে যান। এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে হাজারী--পরিবারের 'মহিলাদের পুরুষ' হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে—সুরাইয়াকে এগিয়ে নিয়ে এসে বসিয়ে দেন। তাঁর পাশে তিনি নিজে বসেন। তাঁর আর এক পাশে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। বিলায়েৎ মাথার টুপিটা খুলে রেখে দিয়ে রিনার কাছে কিছু বলতে আসেন।]

রিনা (বেলায়েতের প্রশ্ন বুঝতে পেরে সবাকে উদ্দেশ ক'রে) আপনারা বসুন উনি এখুনি আসবেন। আমি দেখছি। (ভিতরে চলে যায়)

মন্টু (সবাই ঢোকার পর মন্টু দরজা বন্ধ করে। সেখান থেকেই সে বলে।) হারুন ভাইয়া ছাড়া সবাই। (কথাটা সে অত সহজভাবে বলে ব'লেই বোধহয় সবাই এত বেশী চমকে ওঠে)

হাজারী আমার মনে হয় এখানে না-আসার মত ভদ্রতাবোধ হারুনের আছে। অন্ততঃ আমি তাই আশা করি। (মন্টু ছাড়া রশিদেরা সবাই বিড়াবিড় ক'রে কথা বলেন। মন্টু জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। মোস্তাফা মনে মনে হাসেন—বাইরে তার মৃদু প্রকাশ হয়—যেন তিনি এমন কিছু জানেন, তার ধারণা, রশিদেরা যা জানলে তাঁদের সুর পাল্টে যাবে। বেলায়েৎ অস্বস্তি বোধ করেন। এই ধরনের পরিবেশে তিনি অভ্যস্ত নন। জুলেখা এবং রিনা বাড়ির ভিতর থেকে আসে। জুলেখাকে দেখে বানু ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়ায়। সুরাইয়া ও জাহেদা কেঁদে ওঠেন। জুলেখা-ও কাঁদেন। তারপর তাঁরা চোখ মোছেন। সময়টা সত্যই বিষাদের।)

হাদি এসো আমরা সবাই আবিদের জন্যে মোনাজাত করি। (তিনি বেলায়েতের দিকে তাকান। বেলায়েৎ উঠে টুপি মাথায় দিয়ে মোনাজাতের জন্যে হাত তোলেন। বানু ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মোনাজাতের জন্যে হাত তোলে।)

বেলায়েৎ আমিন।

সবাই (একসঙ্গে) আমিন।
(বানুছাড়া)

[রিনা ছাড়া সবাই বলে। রিনা বানুর কাছে যায়।]

রিনা (বানুকে) তুমি আমিন বললে না?

বানু না. . . , আমাকে তো কেউ . . (‘বলতে বলে নি’ কথাটা সে শেষ করতে পারে না)

রিনা (বানুর হাত দুটো মোনাজাত করার মত ক’রে তুলে) এখন বলো।

বানু আমিন।

রিনা এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

হাদি (বানুকে) ঠিক আছে, এতেই আমরা খুশী। তুমি কে তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার প্রতি আমরা দয়া দেখাতে রাজি আছি—যদি তুমি নিজেকে তার যোগ্য করতে পারো।

মন্টু (জানালার দিকে তাকিয়ে) হারুন ভাইয়া—

[মন্টু দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। বেলায়েৎ ও মোস্তফা সামাজিক সৌজন্যেবোধ প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হন। বানু কৌতূহল-ভরা চোখ তুলে চায়। বাকি সবাইয়ের অবস্থা এমন হয় যেন পাপের উত্তাল ঢেউ এসে তাদের সারাজীবনের পুণ্যকে তলিয়ে দিতে যাচ্ছে। হারুন ঢোকে। নিঃসন্দেহে সে পরিবারের সবচেয়ে সুপুরুষ ব্যক্তি; তার চেহারায় নিয়ম না মানার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে, যেমন তার আচরণে রয়েছে ব্যঙ্গের। তার দেহের পোশাক চোখে-পড়ার মত যত্ন হীন-তার নিদর্শন। বেলায়েতের সঙ্গে হারুনের এক ব্যাপারে খুব মিল আছে; সেটা হচ্ছে তাদের চাপদাড়ি।]

হারুন (ঢুকে, এক নজর দেখে) ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণঃ আপনাদের খাদেম, আপনাদের বিনীত খাদেম হারুন-অর রশিদ (মাথা নীচু করে)। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে আমাকে দেখে আপনারা খুব আনন্দিত হয়েছেন—হবারই

কথা। (তার চোখ জুলেখার উপরে পড়ে যার মুখে রয়েছে তার প্রতি পরিস্ফুট ঘৃণা) আচ্ছা মা, তুমি কি এখনো আগের মত মুখ ক'রে থাকবে? বেশ, থাকো—এই যদি তোমার শখ হয় তাহ'লে আমি আর কী করতে পারি? (সবাইয়ের দৃষ্টি পড়ার মত ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটাকে শরীরের উপর টেনে—যেন সেটা হারুনের স্পর্শে অপবিত্র হ'য়ে যাবে—হারুনের কাছ থেকে দূরে সরে যায় রিনা। সঙ্গে সঙ্গে তার কাজের সম্মতি জানান হাজারী। উঠে দাঁড়িয়ে তার জন্যে তিনি একটা চেয়ার এগিয়ে দেন। রিনা সেখানে বসে।) (হাদিকে) এই যে, বড়চাচা! শুনেছি তুমি মদ ছেড়েছো; তার পর তোমার সঙ্গে আর দেখাই হয় নি। (হাদি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন, প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে চান।) তাঁর কাঁধের উপর হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড় মারে হারুন।) ছেড়েছো তো? নিশ্চয়ই ছেড়েছো। ঠিক করেছো। শেষদিকে বড় বেশী খেতে। (হাদির উপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকাতে থাকে হারুন) ছোটচাচাকে দেখছি না যে। (তারপর হাজারীকে নারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে) এই তো, ঠিক তার নিজের জায়গায়! মা, ছোটচাচাকে মহিলাদের পুরুষ খেতাবটা কে যেন দিয়েছিলো--রোকেয়া ভাবী, না?

হাজারী (আর সহ্য করতে না পেরে) তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত হারুন —

হারুন আমি লজ্জিত (মাথা নীচু করে)। কিন্তু আমার ছোটচাচার জন্যে আমি গর্বিত, আমার পরিবারের সাবার জন্যে আমি গর্বিত—তাদের মুখের দিকে তাকালে কে গর্বিত এবং উৎফুল্ল না হ'য়ে থাকতে পারবে? . . . আহ্, বেলায়েৎ চাচা, চুপি চুপি একধারে বসে. . .

সাহেবনগরে তো আপনার সঙ্গে কথাই বলতে পারলাম না। বিয়ে করেছেন শুনেছি। স্ত্রী নাকি সুন্দরী?

বেলায়েৎ (রিনার দিকে একটু তাকিয়ে) হারুন, আমার স্ত্রী এখানে উপস্থিত আছে।

হারুন (রিনাকে) আপনি কিছু মনে করবেন না। এর মধ্যে দোষের কিছু থাকলে আমি সত্যিই একথা বলতাম না। (একটু থেমে) আমি আপনার খ্যাতির যোগ্যা। (সাধারণ অবস্থার কথাটা শুনলে কোনো সুন্দরী মেয়ে যেমন বিব্রত বোধ করে, হারুন বললো ব'লে—এবং এমন একটা পরিবেশে এমন ভাবে—যে রিনা তার কিছুই বোধ করে না; বরং তার খারাপই লাগে। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হারুনের দিকে পেছন ফিরে আর একদিকে স'রে যায়। রশিদদের সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি তারও উপর পড়ে। বুদ্ধিমান বেলায়েৎ জানেন যে এ-বিষয়ে কিছু একটা বললেই হারুন উৎসাহ-জনকভাবে বিষয়বস্তুর উপর তার গবেষণা চালিয়ে যাবে; তাই জিনিসটাকে কৌতুক-মেশানো ভদ্রতা হিসাবে গ্রহণ করে' তিনি চুপ ক'রে থাকেন।) (জুলেখাকে) মা, খালি পেটে আর তো বকা যায় না। আপনারা সবাই খেয়ে এসেছেন? (কেউ জবাব দেয় না। জুলেখা ওঠেন। উঠে দেয়াল আলমারির কাছে যান।)

জুলেখা রিনা, আমাকে একটু সাহায্য করবে? (জুলেখা এবং রিনা বড় আলমারি থেকে খাবার জিনিসপত্র বার ক'রে টেবিল-টার উপর রাখতে থাকে।)

হারুন আমাদের অবিবাহিত মনসুর চাচার সন্তান আছে ব'লে শুনেছিলাম।

হাজারী কেবল একটা—অবৈধ কন্যা।

হারুন কেবল একটি! আরো বেশি হ'লে যেন ভাল হতো! তোমার কথায় আমি শরমে ম'রে যাই চাচা।

বেলায়েৎ হারুন, ভুলে যেও না যে তুমি তোমার মা'র সামনে রয়েছো। মাত্র একদিন আগে যিনি তার স্বামী হারিয়েছেন।

হারুন এজন্যে আমার দুঃখ-ও কম নয় বেলায়েৎ চাচা . . . যাক মনসুরচাচার সেই অবৈধ কন্যাটি কোথায় ?

বেলায়েৎ (বানুকে দেখিয়ে) ঐ যে, মন দিয়ে তোমার কথা শুনছে।

হারুন (উত্তেজিত) হুঁ . . . ? এতক্ষণ একথা আমাকে কেউ বলেন নি কেন? এ-বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কী-ভাবে থাকে তা আমি জানি। (বানুর দিকে এগিয়ে) এসো বোন, আমার কাছে এসো। আমার কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি কিছু বলি নি। (বানু কাছে এলে হারুন তার মাথায় হাত দেয়। বানু মুখ নীচু ক'রে কেঁদে ওঠে।) এ কাঁদছে কেন? কে এ-কে কী বলেছে? কে এর সঙ্গে—

জুলেখা (হারুনের সামনাসামনি এসে) আর আমি সহ্য করতে পারছি না হারুন। দূর হ' তুই আমার বাড়ি থেকে।

হারুন বাড়িটা যে তোমারই তা তুমি কেমন ক'রে জানলে—উইল এখনো পড়া হয় নি মা। (ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব এসে জমা হয়। এই ভাবটা হয়তো আরো কিছুক্ষণ থাকতো যদি না সবার জন্যে একটা কাজ অপেক্ষা করতো। কাজটা হচ্ছে খাওয়া। সবাই বড় টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। জুলেখা ও রিনা প্লেটে খাবার তুলে দিতে থাকে। হারুন একটা প্লেটে অনেকখানি খাবার জিনিস তোলে। হাদির দিকে সে প্লেটখানাকে এগিয়ে দেয়।)

হারুন এই যে বড়চাচা—(কথা ব'লে হাদি প্লেটখানাকে হারুনের হাত থেকে নেন। বানু দাঁড়িয়েছিলো। হারুন তাকে বলে।) তুমি এখানে বসো। (বানুকে সে তার নিজের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। তারপর ঘরের আর এক দিকে গিয়ে আর একটা চেয়ার নিয়ে এসে নিজে বসবে ব'লে বানুর পাশে সেটাকে রাখে। দুটো প্লেটে সে খাবার নেয়। একটা বানুকে দেয়, আর একটা নিজের জন্যে রাখে।) একটু দাঁড়ান, এখন খাবেন না। (তারপর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে

গলার স্বর বদলে) ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণঃ স্বর্গীয় আবিদুর রশিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে এবং এ-বাড়ির অযোগ্য কর্তা (ব'লে মা'র দিকে একবার চায়) হিসাবে আমি আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। সত্যি, এক অতি দুঃখের দিনে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। পিতা মৃত, খুল্লতাত মিলিটারির গুলীতে নিহত---হয়তো তিনি নরকবাসেরও অযোগ্য (সবাই মুখ কেমন কেমন করে। হারুনের স্বর আবার পাল্টে যায়।) যত খুশি তোমরা মুখ বিকৃত করো তাতে কিছুই যাবে আসবে না যতদিন এর (বানুর গায়ে হাত দেয়) চোখে আমি আশার আলো দেখতে পাবো। (হারুন বসে। সবাই খাওয়া শুরু করে। হারুন ইশারায় বানুকে খাওয়া শুরু করতে বলে। প্রথম খণ্ডটা সে তার মুখে গুঁজে দেয়। তারপর বানু নিজেই খেতে থাকে।)

হারুন (খাওয়া শেষ হ'লে, মোস্তাফাকে) এবার আপনার কাজ শুরু করুন এ্যাডভোকেট সাহেব।

হাজারী (মোস্তাফাকে) কারুর হুকুমমত আপনি কাজ করতে যাবেন না মোস্তাফা সাহেব।

মোস্তাফা না, না, হারুন সাহেব ও ধরনের কিছু বলে নি--এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। (একটু থেমে, হারুনকে) এক মিনিট, চশমাটা লাগিয়ে নিই। (পকেটে হাত দেন)

হারুন তার আগে গলাটা গরম পানি দিয়ে একবার ভিজিয়ে নিলে বোধহয় ভাল হতো, কী বলেন? মা, খাওয়ার ইতিপর্ব কিন্তু এখনো সমাধা হয় নি।

[জুলেখা ওঠেন। রিনাও ওঠে।]

রিনা (জুলেখাকে) আপনি বসুন। আমি আনছি। পানি বোধহয় এতক্ষণ ফুটেই আছে। (চলে যায়)

[দেয়াল আলমারির ভেতর থেকে চায়ের কাপ নামাতে থাকেন জুলেখা।]

মোস্তাফা ঠিকমত দেখতে গেলে উইলটা পুরোপুরি আইনের ভাষায় রচিত হয় নি।

হারুন আব্বা আইনের সান্ত্বনা ছাড়াই মারা গিয়েছিলেন—সারা-জীবন আইন মেনে চলেও।

[রিনা চায়ের পানি ভর্তি বড় একটা কেটলি নিয়ে আসে। তার আর এক হাতে দুধের পাত্র। সবাইকে চা ঢেলে দেওয়া হয়। দু ঢোকে চা শেষ করেন মোস্তাফা।]

মোস্তাফা আপনারা প্রস্তুত? আমি শুরু করছি।

হারুন (হাত উপরে তুলে) পরমেশ্বর তাকে যা দেন সে-ই যেন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তা গ্রহণ করে। পড়ুন।

মোস্তাফা (পড়েন) 'ইহা আমার—আবিদুর রশিদের—শেষ উইল। নাজিমাবাদের সাহেবনগরে আমার মৃত্যুশয্যায় আমি ইহা রচনা করিলাম তেসরা জানুয়ারি এক হাজার নয়শত একাত্তর খ্রীস্টাব্দে। এতদ্দ্বারা আমি আমার পূর্বতন সমস্ত উইল নাকচ করিয়া দিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে আমি সুস্থ মনে এবং সম্পূর্ণ সজ্ঞানে রহিয়াছি এবং আমি যাহা করিতেছি তাহা সমস্ত কিছু জানিয়া শুনিয়া আমার স্বাধীন ইচ্ছায় করিতেছি।'

হারুন আহ্, হা।

মোস্তাফা (মাথা নেড়ে) ভাষায় প্রচুর ভুল আছে। (পড়েন) 'আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র মন্টু ওরফে আতিকুর রশিদকে দশ হাজার টাকা অর্পণ করিলাম। সেই টাকার অর্ধেক সে পাইবে খুরশীদ সুলতানার সহিত তাহার বিবাহের দিনে যদি খুরশীদ সুলতানা তাহাকে বিবাহ করে এবং বাকি অর্ধেকের এক হাজার টাকা করিয়া পাইবে তাহাদের প্রত্যেক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে—পাঁচটি সন্তান পর্যন্ত।'

হারুন যদি খুরশীদ সুলতানা ওকে (মন্টুর দিকে তাকায়) বিয়ে না করে তাহ'লে?

মণ্টু করবে—আমি দশ হাজার টাকা পাচ্ছি জানলে।

হারুন সাবাস; এই তো হারুনের ভাইয়ের মতন কথা।

মোস্তাফা (পড়েন) 'আমি আমার স্ত্রী জুলেখা রশিদকে—বিবাহের পূর্বে যাহার নাম ছিলো জুলেখা হাকিম'—প্রয়োজন ছিলো না এটা লেখার জীবিতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে দুই শত করিয়া টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলাম। আমি তাহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, কারণ সে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া আমাদের সন্তানদিগকে লালনপালন করিয়াছে।'

জুলেখা আর এই তার ইনাম। তুমি তো জানো বেলায়েৎ, সংসারের জন্যে কী না আমি করেছি।

বেলায়েৎ কী আর করা যাবে ভাবী। আল্লার হাত থেকে যা আসে তাই আমাদের মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিত। (মোস্তফাকে) আপনি পড়ুন।

মোস্তাফা 'ইহা ছাড়া আমার রাজহাটির বসতবাড়ি সমেত বাকি আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হারুন-অর-রশিদকে দিয়া গেলাম।

হারুন ওহ্ হো···

মোস্তাফা 'এই এই শর্তে যে'—

হারুন দূর ছাই—আবার শর্ত আছে নাকি?

মোস্তাফা 'এক, সে আমার ভাই মনসুরের রক্তসন্তানকে উপবাসে মরিতে দিবে না কিংবা বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবে না',

হারুন (টেবিলের উপর ঘুষি মেরে) রাজি।

মোস্তাফা 'দুই, আমার প্রিয় পুরাতন ভৃত্য রহমৎকে'—(মাথা নেড়ে) পুরো নাম লেখা উচিত ছিলো—'কাজে বহাল রাখিবে এবং প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া তাহাকে ছুটি দিবে।'

হারুন ছুটি মানে—হার্ রোববার রেস খেলার জন্যে রহমৎ আলাদা টাকা পাবে।

মোস্তাফা ‘তিন, আমার স্ত্রী অর্থাৎ তাহার মাতার সহিত সে শান্তিতে বসবাস করিবার চেষ্টা করিবে।’

হারুন (দোনামনা) হুঁ। আর কিছু?

মোস্তাফা ‘চার, যাহাকে যাহা দিব বলিয়া এই উইলে আমি অঙ্গীকার করিলাম সে তাহাকে তাহাই দিবে।’ (একটু থেমে, ভক্তি-মিশ্রিত স্বরে) ‘পরিশেষে, আমার আত্মাকে আমি ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিলাম। আমার কৃত অপরাধের জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্তে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।’

বেলায়েৎ আমিন।

চাচা ও
চাচীরা আমিন।

হারুন আমার মা কিন্তু আমিন বলে নি।

জুলেখা (উঠে দাঁড়িয়ে) মোস্তাফা সাহেব, আপনি কি মনে করেন এই উইলটা ঠিক হয়েছে? আপনি তো জানেন আপনারই করা ওঁর একটা উইল আমার কাছে আছে যাতে উনি সবকিছু আমার নামে লিখে দিয়েছেন।

মোস্তাফা ভাষার দিক থেকে অবশ্য এ উইলটা দুর্বলই, কিন্তু সম্পত্তি বাঁটোয়ারার ব্যাপারে এতে কোনো গোলমাল নেই।

বেলায়েৎ (জুলেখার বক্রভাবে কিছু বলার আগেই) উনি সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন না। উনি জানতে চাইছেন উইলটা আইন-সঙ্গত হয়েছে কিনা, আদালতে ওটা টিকবে কিনা।

মোস্তাফা টিকবে। আর সব উইলের বিরুদ্ধে আদালতে এটাই টিকবে।

[মোস্তাফা কাগজগুলো তার ব্যাগে ভরে রাখেন। তারপর চশমা খুলে রাখেন পকেটের মধ্য। সবাই সেটাকে তাদের উঠবার সঙ্কেত হিসাবে গ্রহণ করে। কেউ কেউ ওঠেনও। মন্টু বাড়ির মধ্যে চলে যায়।]

হারুন (বানুকে) সবাই তোমাকে কী বলে ডাকে?

বানু   বানু।

হারুন   বানু। আচ্ছা বানু, শয়তান বলে কোনো লোকের নাম তুমি শুনেছো?

বেলায়েৎ   এটা কী হচ্ছে হারুন? একটা বাচ্চার সঙ্গে···

হারুন   বেলায়েৎ চাচা, আপনি ক্লাস নেবার সময় কোনোদিন আপনাকে আমি সেখানে গিয়ে বাধা দিয়েছি? (বেলায়েৎ চুপ; আবার বানুকে) আমাকে সবাই কী বলে ডাকে জানো, বানু?

বানু   হারুন।

হারুন   হারুন তো বটেই; তাছাড়া আরো কিছু বলে। বলে শয়তানের সাকরেদ।

বানু   বলতে আপনি দেন কেন?

হারুন   কারণ কথাটা সত্যি। শয়তানকে আমি আমার বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, গুরু ব'লে মেনেছি। তার কাছে আমি প্রার্থনা করি আমাদের এ-জগৎকে আমি যেন তার জগৎ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি···(সবাই বেরুতে যাচ্ছে দেখে) কী ব্যাপার, আপনারা সবাই এই মেয়েটাকে ফেলে চললেন! শয়তানের আখড়ায় একে নষ্ট হতে দিয়ে যাবেন!

রিনা   (বানুর কাছে এসে) তুমি আমার সঙ্গে চলো বানু।

বানু   না, আমি কোথাও যাবো না।

হারুন   (রিনাকে) সত্যিই ও যেতে চায় না। আমি দুঃখিত যে আপনার পুণ্য সঞ্চয়ের এত বড় সুযোগ থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন।

হাজারী   (বাইরে যাবার জন্যে সবাইকে) চলুন, আমরা যাই। (হারুনকে) অন্ততঃ উইলের কথা মনে ক'রে ওর প্রতি যত্ন নিও হারুন। আইনের...

হারুন আইন? বাইরের কোনো খবর রাখো? এক সপ্তাহ্ পর এদেশে আর কোনো আইন থাকছে না। থাকবে শুধু সামরিক আইন, মার্শাল ল'—

হাদি না, না, মার্শাল ল' হবে না। ওদের সঙ্গে যে আমাদের আলোচনা চলছে।

হারুন (ব্যাঙ্গাত্মক) আলোচনা চলছে! কথা দিয়েই আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে চাই। আর ওদের দিক থেকে ওরা আলোচনা চালাবে—যতখানি সময়ের জন্যে ওদের আলোচনার প্রয়োজন ঠিক ততখানি। আমরা অন্ধ; তাই দেখতে পাচ্ছি না যে শক্ত ভিত্তিতে সামরিক আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ওরা সময় কিনছে।

হাজারী সামরিক আইন তো আগেও হয়েছে—আর এবার যদি হয়-ও—অন্যবারের সঙ্গে এবারের তফাৎ আর কী হবে?

হারুন তফাৎ যে কী হবে তা নিজের চোখেই দেখতে পাবে, আর কেন তা হবে জানো? ওরা জানে আমরা এবার কী চাই, জানে কী ওদের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে...

হাজারী তুমি যাই বলো হারুন স্বাধীন দেশের আর্মি কত আর খারাপ হ'তে পারে?

হারুন এইখানেই তো ভুল করলে ছোটচাচা। আমি স্বাধীন দেশের তা ঠিকই, কিন্তু আমরা দেশের যে অংশের বাশিন্দা, সে অংশ স্বাধীন নয়। (বেলায়েৎকে) সাবধান থাকবেন চাচা। শুনেছি ছাত্রদের মধ্যে কিছুদিন থেকে স্বাধীনতার বাণী আপনি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন।

বেলয়েত (কোনোরকম ভয় পান নি) চলো রিনা। ও খালি খালি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ওসব কিচ্ছু হবে না।। (বেলায়েৎ ও রিনা চলে যায়। অন্যান্য অতিথিরা তাদের অনুসরণ করে।)

হারুন (জুলেখাও যাচ্ছেন দেখে) মা, তুমিও চললে নাকি?

জুলেখা হ্যাঁ, চললাম, আর যাবার সময় তোকে আমি অভিশাপ দিয়ে গেলাম। ফাঁসির দড়িতে তুই ঝুলবি, আর তোর সেই লাশ শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে। (চলে যান)

হারুন (জুলেখার পেছনে পেছনে যেতে যেতে) মা, যেও না—তোমাকে কিন্তু আবার ফিরতে হবে, মা—(জুলেখা ফেরেন না। হারুন ফেরে। ফিরে টেবিলের উপর একটা হাত রেখে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।)

বানু আমাকে থাকতে দেবেন না?

হারুন দেবো। ওরা ওদের দেহের চিন্তায় এত উদ্বিগ্ন ছিলো যে তোমার আত্মাকে বাঁচানোর কথা ওদের খেয়ালই হয়নি... তুমি আমার কাছেই থাকবে। (বানুর চোখের দিকে চেয়ে দেখে সে কাঁদছে) আবার কান্না, আবার চোখের পানি... হ্যাঁ, কাঁদো, বানু তুমি কাঁদো, এ-কান্নায় শয়তানের হাতে তোমার দীক্ষা হোক। (পর্দা পড়লো)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দুই সপ্তাহ পর। দেশে এখন সামরিক আইন। বিকাল। বেলায়েতের বাড়ি। বাড়িটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর রাজহাটিতে বেলায়েৎ এত কমবার এসেছেন এবং যখন এসেছেন তখন এত কমদিন থেকেছেন যে যারা তাকে না জানে তারা না জানালে অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে তিনি এখানকারই বাশিন্দা। তাঁর এবারের আসাটা, তিনি সবাইকে জানিয়েছেন, স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে আসা—ছ'মাস আগে এলে বলা যেতে পারতো মধুচন্দ্র যাপনের উদ্দেশ্যে আসা। দেশের বর্তমান অবস্থায় অনেকেই দেশের বাইরে চলে গেছেন, আরো অনেকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বেলায়েৎ দেশ ছাড়বেন না বলে মনস্থির করেছেন এবং তাঁর মুখের চেহারা দেখলে মনে হয় না যে এ-ব্যাপারে তাঁর মনের ভিতরে কোনো রকম দুশ্চিন্তা আছে।

পর্দা উঠলে দেখা গেল যে উপর্যুক্ত বাড়ির একটি ঘরে রিনা বসে আছে। ঘরটা বসবার ঘরও নয়, শোবার ঘরও নয়। বড় জিনিসের মধ্যে ঘরটাতে আছে খান তিনেক চেয়ার, একটি টেবিল, দেরাজ ও আলনা, আলনায় কাপড়। যা আছে এবং যা নেই সব মিলিয়ে ঘরখানা সাজানো—নি:সন্দেহে এই পারিপাট্যের মূলে রয়েছে রিনা। ঘরটাকে দেখলে জুলেখা না-বলে পারবেন না, 'দুই একটা ছেলেপুলে হোক না, তারপর দেখা যাবে ঘর কী-করে এমন রাখে।' একটু পরেই রিনা উঠে দাঁড়ালো আর জানালার কাছে গিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে—দেখতে লাগলো। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দুই এক পা ঘুরে আবার আগের জায়গায় বসলো। বোঝা যায় যে কারুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে এবং তিনি আসছেন না বলেই তার এ-অস্থিরতা। বৃষ্টি শুরু হলো। বেলায়েৎ বাইরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন।]

রিনা 'উঃ...... এতক্ষণে!

বেলায়েৎ খুব দেরি হয়ে গেছে, না?

রিনা বৃষ্টিটা আর একটু আগে শুরু হ'লে আরো যে কত হতো...

বেলায়েৎ কী যে বলো—বৃষ্টির পানি পড়তে থাকলে তার মধ্যে দিয়ে বুঝি হাঁটা যায় না? হাঁটি নি আমি? সেদিনের কথা মনে নেই? উঃ, কী অবস্থাটাই না ছিলো—সামনে ছাতাওয়ালা লোকটা না থাকলে বোধহয় বাজের হাতে আমাকেই জীবনটা হারাতে হতো। ঐ অবস্থার মধ্যেও তো আমি গিয়েছিলাম, না গিয়ে পারি নি। পথের মধ্যে আমার সবসময় মনে হচ্ছিলো আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা ক'রে আছো।

রিনা সেদিন আর আজকের দিন এক নয়। আজ আমাব কী মনে হচ্ছিলো জানো? মনে হচ্ছিলো তুমি বোধহয় আর ফিরবে না।

বেলায়েৎ তুমি বড় ভীতু।

রিনা আচ্ছা, ভয়ের কি সত্যিই কিছু নেই?

বেলায়েৎ সত্যিই কিচ্ছু নেই।

রিনা তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একথা বলছো; আসলে তুমি নিজেও এটা বিশ্বাস করো না।

বেলায়েৎ শোনো রিনা, এ-জগতে ভীতুদের জন্যে ভয়ের জিনিস সব সময় আছে। আমাদের বাড়িটার কাথাই ধরো; আজ রাত্রে এটা আগুন লেগে পুড়েও যেতে পারে, কিন্তু এই কথা ভেবে কি রাত্রে আমরা এখানে ঘুমোব না?

রিনা জানি, এমন কথাই তুমি বলবে। হয়তো তুমিই ঠিক। কিন্তু আমি কী করবো বলো তো? মিলিটারিদের কথা মনে হলেই আমার শরীর ভিতর থেকে কেঁপে ওঠে।

বেলায়েৎ একটু সাহস করো রিনা। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হ'লে সাহস তোমাকে করতেই হবে।

রিনা বোধহয় তাই...সত্যি, তুমি কত সাহসী।...হ্যাঁ, আমিও সাহসী হব।—ঠিক তোমার স্ত্রীর যেমন হওয়া দরকার..

বেলায়েৎ এই তো, চমৎকার। এখন তোমাকে কত সুন্দর লাগছে। (আচকানের বোতাম খুলতে খুলতে) ফেরার পথে হারুনের ওখানে গিয়েছিলাম...

রিনা (স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় মেশানো) হারুন? তুমি গিয়েছিলে হারুনের কাছে!

বেলায়েৎ ভয় পাবার মত কিছু হয় নি। সে বাড়িতে ছিলো না।

রিনা কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কেন?

বেলায়েৎ তাকে সতর্ক ক'রে দিতে। তার সতর্ক হওয়া দরকার।

রিনা কিন্তু সে যে বলছিলো—

বেলায়েৎ (রিনার কথাটা পূর্ণ ক'রে দেয়) বিপদ আমারই বেশী। তুমিও যেমন; এটা বুঝলে না যে ওকথা সে বলছিলো তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে? (একটু থামেন) কী জানি, হয়তো সে নিজে ও-রকম কিছু ভাবেও বা। কিন্তু রাজ-হাটিতে বিপদ যদি কারো থাকে তা হচ্ছে হারুনেরই। ওর আগে এখানে মার্শাল ল'র শিকার আর কেউ হবে না। (আবার একটু থামেন)) আমি ওর কাছে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি।

রিনা কী লিখেছো?

বেলায়েৎ যে বাড়িতে এলেই ও যেন আমার এখানে আসে!

রিনা তুমি হারুনকে এখানে আসতে বলেছো?

বেলায়েৎ হ্যাঁ, বলেছি।

রিনা আল্লার কাছে মোনাজাত করি (সত্যিই হাত তোলে) যেন সে না আসে।

বেলায়েৎ কেন রিনা—তুমি তাকে সাবধান হতে দিতে চাও না?

রিনা জানি না। আমি শুধু জানি আমি তাকে ঘৃণা করি। সে আমাকে অপমান করেছে তোমাকে অপমান করেছে, তার মাকে অপমান করেছে—

বেলায়েৎ যাই হোক, আমরা তো তাকে ক্ষমাও করতে পারি।

রিনা ওকথা তুমি আর বোলো না। তোমাদের মত মহৎ লোক আছে বলেই ওরা অত খারাপ হ'য়ে সমাজে টিকে থাকতে পারে।

বেলায়েৎ (হেসে) আচ্ছা, হারুন খুব খারাপ ছেলে। তাকে আমাদের কোনোমতেই ক্ষমা করা উচিত নয়...কিন্তু আজ আমরা কি চা না খেয়ে থাকবো?

রিনা ওহ্ (শব্দটার মধ্যে রয়েছে 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম')...

[চায়ের পানি চড়াতে সে ভিতরে যায়। এবং পানি চড়িয়ে ফিরে আসে]

বেলায়েৎ আমার কালো আচকানটায় বোতামগুলো লাগিয়েছিলো?

রিনা হুঁ। ঐ তো ওখানে রেখে দিয়েছি (আঙুল দিয়ে দেখায়)।

বেলায়েৎ রাত্রে ওটা দরকার হবে।

রিনা আবার রাত্রে বেরুবে তুমি?

বেলায়েৎ কিছু না—এই যাবো আর আসবো। কথা দিয়ে ফেলেছি। অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। না গেলে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হবে।

[কথাটা রিনার মনঃপূত হয় না কিন্তু সে আর কিছু বলে না। বাড়ির ভেতর থেকে গরম-পানি ভর্তি কেটলিটা নিয়ে আসে। চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপরেই ছিলো। চায়ের পটের মধ্যে প্রথমে সে তিন চামচ চা ঢালে, তারপর তার মধ্যে কেটলি থেকে গরম পানি ঢালতে থাকে। এই সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হয়। শব্দ শুনে চমকে ওঠে রিনা। কেটলির পানি পটের বাইরে টেবিলের উপরে পড়ে যায়।]

বেলায়েৎ (রিনার কাঁধের উপর মৃদু চাপড় মেরে) ভয় নেই; যে-ই হোক তোমাকে খাবে না। (দরজা খুলে দেন) এসো।

(হারুন ঢোকে) দরজা খুলেই তো আসতে পারতে। আমাদের সঙ্গে আবার এ-আনুষ্ঠানিক আচরণ কেন?

হারুন যা বৃষ্টি—কুকুর বিড়ালের ছাটও নয়, একেবারে—(রিনার অপ্রসন্ন মুখ দেখতে পায়) বিশ্বাস না হলে দেখুন (গায়ের কোট ধরে দেখায়। কোটটা একেবারে ভিজে গেছে।)।

বেলায়েৎ কোটটা খুলেই রাখো।

হারুন তা রাখছি, কিন্তু ঠাণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কী করে? (বেলায়েতের আচকানটা তার চোখে পড়ে যেটা প'রে রাত্রে তাঁর বেরুবার কথা) এই তো, পেয়ে গেছি। (আচকানটা নামিয়ে এনে চেয়ারের উপরে রাখে। বেলায়েৎ ও রিনা পরস্পরের মুখের দিকে চায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। গায়ের কোট খোলে হারুন। তারপর রিনাকে বলে।) একটা তোয়ালে দেবেন? (রিনা না-দিতে পারে এই ভেবে তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে নিয়ে আসেন বেলায়েৎ। হারুন মাথাটা ভাল ক'রে মোছে। তারপর আচকানটা গায়ে চড়ায়।)

বেলায়েৎ (রিনাকে) পটে আর এক পেয়ালা পানি ঢালো। (রিনা তাই করে এবং তার সঙ্গে এক চামচ চাও ঢালে)

হারুন এইবার আপনার অতি প্রয়োজনীয় কথাটা কী বলুন বেলায়েৎ চাচা?

বেলায়েৎ তোমার সাবধানে থাকা দরকার, হারুন।

হারুন দোহাই আপনার, উপদেশ দিতে যাবেন না (উঠে দাঁড়ায়)। বৃষ্টিতে হেঁটে বেড়ানো আমি তার চেয়ে বেশী পছন্দ করবো।

বেলায়েৎ ছেলেমানুষি রাখো হারুন। এ-শহরে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

হারুন বিপদটা কী?

বেলায়েৎ তোমার মনসুর চাচার যা ছিলো তাই—মিলিটারির গুলীতে জান হারানো।

হারুন সে-বিপদ আমার চেয়ে আপনারই বেশী বেলায়েৎ চাচা। আমি আপনাকে আগেও একবার বলেছি—

বেলায়েৎ তুমি যতবারই বল মেজর জেনারেল রিয়াজ সে-কথা নিশ্চয় এখনো ভাবেন নি।

হারুন বলায়েৎ চাচা, পীরগঞ্জের দু বছর আগের ধর্মঘটটার কথা আপনি বোধহয় এখনো ভোলেন নি। সাতদিন ধরে সাতটা মিল বন্ধ ছিলো। সেই ধর্মঘটে আপনার যে কী হাত ছিলো তা কর্তৃপক্ষের জানতে বাকি আছে ব'লে আপনি মনে করেন? মেজর জেনারেল রিয়াজ তখনো এখানেই ছিলেন।

বেলায়েৎ ওটার জন্যে কিছু হবে না। ওটাতে সবারই সমর্থন ছিলো ...আর বিপদ যদি আমার থাকেও, আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী আছে, তার প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে...তুমি স্বাধীন মানুষ; তুমি কেন খামকা বসে বসে জানটা দেবে?

হারুন আপনি কি মনে করেন আমার জান গেলে কারুর কোনো ক্ষতি হবে?

বেলায়েৎ আমি মনে করি জান বাঁচানোটাই ফরজ—সে জান যারই হোক। (এর মধ্যে চায়ের কাপে চা ঢালা হয়েছে) নাও, চা খাও।

রিনা (বাইরের দরজাটা নড়ে উঠতে দেখে) কে? (মন্টু ঢোকে)

মন্টু (হারুনকে) ও, তুমি এখানে...?

হারুন সুতরাং তোমাকেও আসতে হবে। ভাগ্ এখান থেকে। বেলায়েৎ চাচা পরিবারসুদ্ধ সবাইকে চায়ের দাওয়াতে ডাকেন নি।

মন্টু মা'র অসুখ।

হারুন আমাকে যেতে বলেছে।

মন্টু না (হারুনও তাই ভেবেছিলো)। মা বেলায়েৎ চাচাকে যেতে বলেছেন---এখনই।

রিনা (বেলায়েৎকে উঠতে দেখে) চা-টা খেয়েই যাও।

বেলায়েৎ থাক, ফিরে এসে জমিয়ে খাবো।

[বেলায়েৎ ভেতর থেকে একটা ছাতা নিয়ে আসেন]

মন্টু বৃষ্টি থেমে গেছে। (বেলায়েৎ ছাতা রেখে দেন)

বেলায়েৎ ভাবী এখন কোথায়?

মন্টু হাজারী চাচার বাড়িতে।

বেলায়েৎ ডাক্তার ডেকেছিলে?

মন্টু না...মা তো আমাকে তা বলে নি।

বেলায়েৎ একদৌড়ে মজিদ ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমি তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো।

[মন্টু সত্যিই ছুটে বেরিয়ে যায়। রিনা দরজা পর্যন্ত বেলায়েতের সঙ্গে আসে]।

বেলায়েৎ আমি ফিরে আসা পর্যন্ত হারুনকে তুমি বসিয়ে রেখো, কেমন?

রিনা সত্যিই কি আমাকে--

বেলায়েৎ লক্ষ্মীটি...আমি নিশ্চয়ই তোমার উপর নির্ভর করতে পারি। (এবার হারুনকে) আচ্ছা, আমি আসি হারুন। আমার না-ফেরা পর্যন্ত তুমি কিন্তু উঠবে না। (চলে যান। রিনা এবং হারুন তাঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে। যখন বেলায়েৎকে আর দেখা যায় না, রিনা তার আগের জায়গায় এসে বসে।)

হারুন আমার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা তা আমি জানি। আপনাকে আমি বিরক্ত করবো না (উঠে দরজার দিকে পা বাড়ায়)।

রিনা (উঠে) না, না, আপনি যাবেন না…

হারুন ঠিক করে বলুন তো, আপনি কি সত্যিই চান আমি এখানে থাকি?

রিনা আমি… (সুর বদলে) আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহ'লে আপনি সেটা আমাকে আঘাতে দেবার কাজে লাগাবেন।

হারুন আঘাত দেব—আপনাকে। কী বলছেন আপনি? এরপরেও কি আপনি আশা করেন আমি এখানে থাকবো?

রিনা আমি চাই আপনি থাকুন, কিন্তু (ছেলেমানুষের মত সত্যি কথাটা বলে ফেলে) সেটা এ-জন্যে নয় যে আপনাকে আমি পছন্দ করি—

হারুন হুঁ!

রিনা এ-ভুল যদি করেন তাহ'লে আপনাকে আমি চলে যেতেই বলবো। আমি আপনাকে ভয় করি, আমি আপনাকে ঘৃণা করি, আর আমার স্বামী তা জানেন। কিন্তু উনি চান যে আপনি এখানে থাকুন। ফিরে এসে যদি আপনাকে না দেখেন তাহ'লে উনি মনে করবেন আমি ওঁর কথা অমান্য ক'রে আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

হারুন পতিভক্তি বটে! (দরজার দিকে আরো দু পা এগোয়)

রিনা আপনি যাবেন না…আমার উপর আপনি দয়া করুন।

[নিজেকে আর আটকে রাখতে না-পেরে চেয়ারের উপর বসে প'ড়ে টেবিলে মাথা গুঁজে কেঁদে ওঠে]

হারুন আরে, এ কী করছেন? চুপ করুন, কাঁদবেন না। (একটু পরই রিনার কান্না থেমে যায়। সে চোখ মুছে মুখ তোলে।) এই তো, আপনাকে আবার ভাল লাগছে—ঠিক আগের মতো। হারুনও আবার হারুন হলো। আমরা কি চা খাওয়া শুরু করবো না বেলায়েৎ চাচার জন্যে অপেক্ষা করবো?

রিনা খেয়েই নিই; উনি এলে পর না হয় আর একবার খাওয়া যাবে...সত্যি, বড় ছেলেমানুষি ক'রে ফেললাম!

হারুন আমিই বা কমটা কী করলাম!

রিনা (পরীক্ষা করবার জন্যে চা মুখে দেয়) হুঁ, একেবারে শরবৎ। আমি পানি চড়িয়ে আসছি। (কেটলি ও টি-পট নিয়ে ভিতরে যায় রিনা। একটু পর ধোয়া পট নিয়ে সে ফেরে। তারপর আবার ভিতরে যায় চায়ের দুটো পেয়ালা নিয়ে ধুতে। পেয়ালা দুটো নিয়ে সে ফিরে আসে। এসে কেক কাটার জন্য সে ছুরি হাতে নেয়।)

হারুন দিন, আমি কেটে দিচ্ছি ...আমাকে কিছু করার সুযোগ দিন। (হারুনের হাতে ছুরিটা দেয় রিনা এবং কেকটা তার দিকে এগিয়ে দেয়। এবার সে তৃতীয় পেয়ালাটা ধোয়ার জন্য ভিতরে নিয়ে যায়। কাপ এবং গরম পানি-ভর্তি কেটলি নিয়ে সে ফেরে। টি-পটে প্রথমে একটু গরম পানি ঢেলে পটটাকে আস্তে ঝাঁকিয়ে পানিটা বাইরে ফেলে দিয়ে আসে রিনা। পরে তা'তে চা এবং পানি ঢালে। হারুনের ততক্ষণে কেক কাটা হ'য়ে গেছে। টিন থেকে কয়েকটা বিস্কুট বার ক'রে কেকের দুটো প্লেটে সে সাজিয়ে রাখে—রিনার সঙ্গে যেন গোছানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে।)

রিনা কিছু খাচ্ছেন না যে?

হারুন আপনিও তো খাচ্ছেন না।

রিনা আমি বিকালে চা ছাড়া আর কিছু খাই না (বলতে বলতে সে কাপে চা ঢালতে থাকে)...বলুন 'আমিও আর কিছু খাই না।' (হারুন হেসে ওঠে। রিনাও হাসে।)

হারুন সত্যি, বড় আশ্চর্য লাগছে! ঘরের শান্তি, গৃহের সৌন্দর্য আজ আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম। জীবনে আর কখনো এমন বিশ্রামও আমি নিতে পারি নি, আর কোনোদিন

হয়তো পারবোও না। আমার বরাতই অন্যরকম। (কথার শেষে আস্তে শব্দ ক'রে হেসে ওঠে)

রিনা হাসলেন যে...?

হারুন ভাবছিলাম এখন যদি অচেনা কেউ এসে পড়ে তাহ'লে হয়তো আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে বসবে।

রিনা (হারুনের কথাটাকে অশালীন ব'লে মনে করে) তার মানে? (হারুন জবাব দেয় না দেখে) তার মানে আপনি বলতে চান যে বয়সের ব্যাপারে ওঁর চেয়ে আপনি আমার বেশী কাছে?

হারুন ও-রকম কিছু আমি বলতে চাই নি।

রিনা (তার অসন্তোষের মধ্যে ক্রোধ রয়েছে) দেখুন, স্বামী হিসাবে তাঁকেই আমি চাইবো যাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (থামে, কিন্তু তার কথা শেষ হয় নি ভেবে আবার বলে) এমন একজনকে নিশ্চয় চাইবো না যে—

হারুন শয়তানের সাকরেদি করে। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে আমি পারছি না। আপনার ভালবাসা যেমন বেলায়েৎ চাচাকে আরো ভাল হ'য়ে উঠতে সাহায্য করছে, আপনার ঘৃণা তেমনি আমাকে ঠেলে দিচ্ছে আরো খারাপের দিকে।

রিনা উনি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা হয় না। আপনি ওঁকে অপমান করেছেন; উনি শুধু আপনাকে ক্ষমাই করেন নি, আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আপনার চেয়ে এত ভাল হয়েছেন ব'লেই কি আপনি ওঁকে ক্ষমা করতে পারেন না? কী ক'রে ওঁর আসনে আপনি নিজেকে বসাতে সাহস করেন?

হারুন আমি কি তাই করেছি?

রিনা তা নয়তো কী? একটু আগেই তো বললেন যদি এখন কেউ এসে পড়ে তাহ'লে ভাববে যে আমরা—

['হল্ট' বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর আসে। চমকে উঠে থেমে যায় রিনা। হারুনের মুখের চেহারাও বদলে যায়।]

বাইরের স্বর চারজন বাইরে থাকো। দুজন আমার সঙ্গে এসো।

[বাইরে থেকে ঠেলা পড়তেই দরজার খুলে যায়। ভেতরে ঢোকেন আর্মির ক্যাপ্টেন স্থলেরী এবং তাঁর পেছনে দুজন সাধারণ সৈনিক। সৈনিক দুটি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসেন।]

ক্যাপ্টেন (টুপি খুলে মাথা নীচু ক'রে রিনাকে) মাফ করবেন ম্যাডাম, অত্যন্ত দুঃখিত। কী করবো, কর্তব্য! (হারুনকে) মওলানা বেলায়েৎ আলি, আমি আর্মির ক্যাপ্টেন সুলেরী। মেজর জেনারেল রিয়াজের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট জেনারেল খানের নামে দেশদ্রোহী হিসাবে আপনার বিচারের জন্যে আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

রিনা কিন্তু উনি—(হারুন এমন কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকায় যে সে থেমে যেতে বাধ্য হয়)

হারুন চলুন (উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে এগুতে থাকে)

ক্যাপ্টেন স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেবেন না মওলানা সাহেব?

হারুন (আস্তে হেসে) বিদায় নেবার কী আছে? আমাদের তো আবার দেখা হবে। হবে না?

ক্যাপ্টেন (হারুনের কানে কানে) বোধহয় আপনার শেষ সুযোগ।

[হারুন রিনার কাছে এগিয়ে আসে—যতটা না ক্যাপ্টেনের কথা শুনে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিদায় না নিলে ক্যাপ্টেন তাকে সন্দেহ করতে পারে এই ভেবে। ক্যাপ্টেন স'রে দরজার কাছে দাঁড়ান।]

হারুন (ক্যাপ্টেনকে শুনিয়ে) রিনা, ভদ্রলোক আমাদের বিদায় নেবার সময় দিয়েছেন। (কথা বলার অবস্থা রিনার নেই।

টেবিলের উপর ভার না দিয়ে সে দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না।) উনি তোমাকে সত্যি কথাটা জানাতে চান নি; তাই আমার কানে কানে বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় জানা তোমার উচিত। আমি হয়তো আর ফিরছি না। তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পারো। (তার মনে হয় স্ত্রীর মত সাড়া রিনার কাছ থেকে সে পাচ্ছে না। সে রিনার খুব কাছে আসে। তারপর জনান্তিকে) একী করছেন? এভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে ক্যাপ্টেন সাহেব যে সব বুঝে যাবেন। বেলায়েৎ চাচাকে তাহলে বাঁচাবো কী ক'রে? ...খবরদার, এসব কিছু, তাঁকে জানাবেন না। শুধু বলবেন তিনি যেন দূরে চলে যান। (আবার জোরে) ওগো, চলে যাবার আগে আমার হাত যদি তুমি একবার না ধরো তাহ'লে উনি (ক্যাপ্টেনের প্রতি নির্দেশ করে) মনে করবেন আমাকে তুমি স্ত্রীর মত ভালবাসো না। (রিনার হাত ধ'রে তার নিজের হাতের উপর চাপিয়ে দেয়) লক্ষ্মীটি, এত মুষড়ে পড়লে কী চলে? তুমি না আমার সহধর্মিনী! (তারপর রিনার হাত সরিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে এক পা এগিয়ে) চলুন ক্যাপ্টেন। (জ্ঞান হারিয়ে রিনা মাটিতে পড়ে যায়। শব্দ শুনে তারা সেদিকে তাকায়। ক্যাপ্টেন ইতস্ততঃ করতে থাকেন।) আর দেরি নয় ক্যাপ্টেন, ওর জ্ঞান ফেরার আগেই আমরা চ'লে যাই। (কথাটা বলতে বলতে হারুন দরজা পর্যন্ত চলে আসে। বেলায়েতের একটা টুপি সে মাথায় দিয়ে নেয়। তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে ক্যাপ্টেন সৈনিক দুজনকে নির্দেশ দেন।)

ক্যাপ্টেন সামনে একজন, পেছনে একজন।

[ক্যাপ্টেনের নির্দেশমত হারুনকে তাদের মাঝখানে নিয়ে সৈনিন দু'জন বেরিয়ে যায়। তারপর বার হন ক্যাপ্টেন। বাইরে থেকে তাঁর গলায় আওয়াজ আসে 'ফরোয়ার্ড মার্চ'। আস্তে আস্তে

সৈনিদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। ঘরের আলো ক্রমেই কমে আসতে থাকে। বেলায়েৎ যখন ফিরে এলেন তখন ঘর এত অন্ধকার যে রিনাকে আর দেখা যাচ্ছে না।]

বেলায়েৎ এ-কী, আজও বাতি নেই নাকি? রিনা—রিনা (ডাকতে ডাকতে একটু এগুলেই রিনার দেহ তার পারে লাগে) এ-কী! কে? (নীচু হ'য়ে রিনার গায়ে হাত দিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করে। তারপর ছুটে গিয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে আবার রিনার কাছে এসে তাকে ধ'রে নাড়া দিতে থাকেন।) রিনা—রিনা—

রিনা (আস্তে আস্তে চোখ খুলে) আমি ...আমি কোথায়? কে ...কে কথা বলছে?

বেলায়েৎ আমি রিনা, আমি।

রিনা কী হয়েছে?

বেলায়েৎ আমি এখনই এলাম। এসে দেখি ঘর অন্ধকার, তুমি নীচে প'ড়ে আছো, চায়ের কাপে না-খাওয়া চা...কী হয়েছিলো?

রিনা (এখনো জ্ঞান আসেনি) জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না। (একটু থেমে) আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! বোধহয়.... (তারপর একেবারে থেমে যাবার মত করে) আমি কিচ্ছু জানি না।

বেলায়েৎ বদমায়েশটার সঙ্গে তোমাকে থাকতে ব'লে গিয়ে কী ভুলটাই করেছিলাম....

[ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে রিনার মনে পড়ে। উঠে বসে দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে কেঁদে ওঠে।]

রিনা ওহ্ খোদা, আমি কী করবো? আমাকে তুমি বলে দাও আমি কী করবো..?

বেলায়েৎ কেঁদো না রিনা, কেঁদো না। আর তোমার কোনো ভয় নেই। (একটু থামেন) তোমার কোনো আঘাত লাগে নি তো?

রিনা (মাথা নাড়িয়ে) না।

বেলায়েৎ ব্যস্, তাহ'লে আর কিছুতে কিছু যাবে আসবে না। তুমি উঠে চেয়ারে বসো। আমি তোমার জন্য চা বানাচ্ছি। (টেবিলের উপরে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে) বোঝাই যাচ্ছে বিকালে তোমার চা খাওয়া হয় নি।

[রিনা উঠে বেলায়েতের কাছে যায়]

রিনা (অনুনয়ের সুরে) ওগো, তুমি এখান থেকে চলে যাও... পালাও... তোমার খুব বিপদ!

বেলায়েৎ রাস্কেলটার প্রভাব দেখছি তুমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারো নি! ও গেছে কখন?

[যে-কথাটা হারুন রিনাকে বারণ ক'রে দিয়ে গিয়েছিলো বেলায়েৎকে বলতে এবং যে-কাথাটা রিনা বেলায়েৎকে বলবে ব'লে ভাবেনি সে এখন সেটা না ব'লে পারে না—হারুনের প্রতি বেলাযেৎ গালি প্রয়োগ না-করলে হয়তো বলতো না।]

রিনা ও যায় নি (বেলায়েৎ 'তবে'-র প্রশ্ন নিয়ে তার মুখের দিকে চায়)---ওকে ধরে নিয়ে গেছে।

বেলায়েৎ কে?

রিনা মিলিটারি।

[কথাটা শুনে হারুনের প্রতি বেলায়েতেয় ক্রোধ যেন কমে আসে --অন্ততঃ এটা ঠিক যে তাকে 'বদমায়েশ' বা 'রাস্কেল' তিনি আর এখন বলবেন না।]

বেলায়েৎ এত করে বললাম সাবধান হতে; তা আমার কথা শুনলে তো! বললেই কথা কেটে দেবে, বলবে বিপদ আমার...

রিনা বিপদ তোমারই ছিলো।

বেলায়েৎ উঁ... ?

রিনা ওরা তোমাকে ধরতে এসেছিলো।

বেলায়েৎ আর হারুন...?

রিনা ওরা ভুল করেছিলো। হারুন ওদের সে ভুল ভাঙতে দেয় নি।

বেলায়েৎ (হতবাক হয়ে) তার মানে আমার হয়ে হারুন তার জান দিতে গেছে! (এক মুহূর্ত তিনি চিন্তা করেন—সমস্ত জিনিসটা যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি তার কর্তব্যও তখন ঠিক করে নেন। হাতের জিনিস রেখে একলাফে ঘরের এক ধার থেকে একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসে তার দুই একটা কাপড় পুরতে যাবেন)

রিনা কোথায় যাবে?

বেলায়েৎ জানি না। (থেমে, নিজেকে) টাকা... টাকার দরকার।

[ছুটে বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেরাজের চাবি নিয়ে আসেন। তারপর দেরাজ খুলে টাকাগুলো টেবিলের উপর রেখে সেখান থেকে ব্যাগে ভরতে থাকেন]

রিনা (বেলায়েতের আচরণে সে নিরাশ হয়েছে) পালাবে তুমি? আমাকে ফেলে রেখে... হারুনকে মিলিটারির গুলীর সামনে ঠেলে দিয়ে

বেলায়েৎ (ব্যাগে টাকা ভরা তিনি শেষ করেছেন। কিছু পয়সা টেবিলের উপর পড়ে থাকে।) তোমার স্বামীকে তুমি এখনো চেন নি রিনা। (ব্যাগ হাতে নিয়ে তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। হারুনের কোটের উপর চোখ পড়তে তিনি দাঁড়ান। নিজের আচকান খুলে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নেন। তারপর একবারও পেছনের দিকে না-তাকিয়ে জোরে বেরিয়ে যান। জীবনে এই প্রথম রিনার মনে হয় বেলায়েৎকে ভালবেসে সে ভুল করেছিলো। পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসে।)

তৃতীয় অঙ্ক

[পরদিন। সকাল। ফাঁকা একটা জায়গা। শহরের সামরিক আইনের অফিসের কাছে। এক পাশে খানকয়েক চেয়ার ও টেবিল। টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র। সেখানেই বেলায়েৎ নামধারী হারুনের বিচার হবার কথা। একটি চেয়ারে বসে আছেন মেজর বখতিয়ার। তিনি কাগজ দেখছেন। সামরিক আইন জারী হওয়াতে আর্মির যে কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলে মনে করেন এবং অন্যকে তা মনে করাতে চান মেজর বখতিয়ার তাঁদের মধ্যে একজন। গতমাসে তিনি চল্লিশ পেরিয়েছেন।

ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীর দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে সামনে একদিকে দড়ি দিয়ে চিহ্ন করে জনসাধারণের জন্যে জায়গা রাখা হয়েছে। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা। পর্দা উঠতে দেখা গেল একজন সুবাদার জনকয়েক সিপাহীকে শেষ নির্দেশ দিচ্ছেন।]

সুবাদার: খবরদার; দেখো দড়ির ভিতরে কেউ যেন না ঢোকে।

[সিপাহীরা টহল দিতে থাকে। ওদের চলাফেরা দেখে মনে হয় জনসাধারণর জন্যে নির্দিষ্ট স্থান যেন লোকারণ্য এবং ওরা না-থাকলে তারা ভিতরে ঢুকে পড়তো।

কর্নেল চৌধুরী ঢুকলেন। আগামী বছর এ-সময় তিনি পঞ্চাশে পড়বেন। স্বভাবের দিক থেকে মেজর বখতিয়ারের তিনি যতখানিদূরে ক্যাপ্টেন স্কলেরীর ঠিক ততখানি কাছে। পরিচিতদের মধ্যে মিলনান্ত কাহিনীর রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনিই আজকের বিচারক। তাঁকে দেখে মেজর বখতিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন।]

কর্নেল (বসার আগে) ফায়ারিং স্কোয়াডের জওয়ানরা সব প্রস্তুত আছে তো?

মেজর জী, হ্যাঁ।

কর্নেল গুলীর সময় কখন ঠিক করা হয়েছে?

মেজর বারটা।

কর্নেল আর বিচারের?

মেজর সেটা ঠিক ঠিক করা হয় নি; তবে গুলী করার কিছু আগে হলেই হবে।...

কর্নেল হুম্ (বসেন)... পীরগঞ্জের কোনো খবর জানেন?

মেজর (বসে) রাত্রে একবার গুলী চালানো হয়েছে বলে শুনেছিলাম...

কর্নেল একবার নয়, গুলী তিনবার চালানো হয়েছে। লোকও কম মরে নি। কিন্তু অবস্থা তবুও আয়ত্তে আসে নি।

মেজর আরো কিছু মরলে আপনা থেকেই আসবে।

কর্নেল এলে তো ভালই, কিন্তু মনে হয় না অত সহজে কাজটা সিদ্ধ হবে। ছাত্ররা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মজুরেরা তাদের দলে যোগ দিতে শুরু করেছে। আমাদের প্লেটুন যেন ক্রমেই কোণঠাসা হ'য়ে পড়ছে।

মেজর আমার মনে হয় বদমায়েশদের কেউ কেউ তলে তলে এখানেও কাজ করছে। তা না হলে এত বেলা হলো অথচ (হাত দিয়ে দেখিয়ে) দর্শকদের আসন এভাবে খালি পড়ে থাকে? ঢেঁডা তো কমবার পেটানো হয় নি!

কর্নেল আসামীকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিন। (ঘড়ি দেখে) সময় হয়ে এলো; বিচার শুরু করে দিতে হবে।

মেজর (হাতের ইশারায় একজন সিপাহীকে ডেকে) ক্যাপ্টেন সুলেরীকে গিয়ে বলো আসামীকে নিয়ে যেন জলদি আসে। (সিপাহী চলে যায়)

কর্নেল আসামীকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলো কে?

মেজর ক্যাপ্টেন সুলেরী।

কর্নেল দেখবেন কোনো জমাদার-সুবাদারকে দিয়ে যেন এঁদের গ্রেপ্তার করে আনতে পাঠানো না হয়। জেনারেল খানের নির্দেশ দেশের নেতাদের প্রতি আমরা যেন কোনোরকম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি। (তিনি কাগজ দেখতে থাকেন এবং মেজর তাঁকে দেখাতে থাকেন)

[দর্শকদের স্থান দিয়ে রিনা ঢোকে। সে দড়ির ভিতরে যেই ঢুকতে যায় অমনি একজন সিপাহী এসে তাকে বাধা দেয়।]

সিপাহী দড়ির মধ্যে না, দড়ির মধ্যে না, আপনাদের জায়গা বাইরে।

রিনা আমাকে একটু ভিতরে যেতে দিন। (হাত দিয়ে অফিসারদের দেখিয়ে) ওদের সঙ্গে আমি দুটো কথা বলবো। (গোলমাল শুনে সুবেদার সেখানে আসে)

সুবাদার কী হয়েছে?

রিনা আমি ওঁদের সঙ্গে দুটো কথা বলবো—খুব জরুরী। আমাকে শুধু একবার ভিতরে যেতে দিন।

সুবাদার ভিতরে ঢোকার অর্ডার নেই। আপনার যা বলার আমাকে বলুন। আমি বলে দেবো।

রিনা আমি যাবো আর আসবো...

[হারুনকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলেরী ও সিপাহী আসে। কর্নেল ও মেজর মুখ তুলে তাঁদের দিকে তাকান। তারপর তাদের সবার চোখ পড়ে রিনাদের দিকে—সুবাদর তখন বলছে, না, না হবে না। কেউ কিছু বলার আগে হারুন বলে ওঠে।']

হারুন আমার স্ত্রী।

কর্নেল (জোরে, সুবাদারকে) ওঁকে আসতে দেও, সুবাদার। (রিনা তাঁদের কাছে আসে।)

(রিনা ও হারুনকে) পনরো মিনিট সময় দিলাম। যদি কোনো কথা থাকে সেরে ফেলুন।

হারুন (পাছে রিনা কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়) চলো রিনা। (রিনাকে ধরে সে একপাশে নিয়ে যায়) আপনি আবার এখানে এলেন কেন?

রিনা আপনার কথা আমি শুনি নি। ওকে সব বলে দিয়েছি। ভেবেছিলাম ও এসে আপনাকে বাঁচাবে। কিন্তু তা না করে ও পালিয়ে গেছে।

হারুন এটাই আমি চেয়েছিলাম। এখানে থেকে উনি করতেন কী? এরা আমাদের দুজনকেই ফাঁসিতে চড়াতো।

রিনা আচ্ছা, আপনি সত্যি করে বলুন তো ওর অবস্থায় আপনি হলে কী করতেন?

হারুন ঠিক উনি যা করেছেন তাই।

রিনা ওহ্, কেন আপনি আমার সঙ্গে সরল হন না? কেন আপনি যা ভাবেন তাই বলেন না? আপনি যদি অত স্বার্থপরই হবেন তাহলে কেন আপনি কাল স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলেন?

হারুন সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে আমিও এ প্রশ্ন অনেকবার করেছি। জবাব পাইনি।

রিনা আমি জবাব জানি। আপনি এই ভেবে ধরা দিয়েছিলেন যে উনি আপনার চেয়ে বেঁচে থাকার উপযুক্ত বেশী।

হারুন (হেসে ফেলে) মোটেই না।

রিনা (আবিষ্ট স্বরে) তবে... আমার জন্যে?

হারুন বোধহয় তাই।

রিনা (আনন্দ ও আবেগের সঙ্গে—যেন সে শুনতেই পায়নি যে হারুন 'বোধহয়' শব্দটা ব্যবহার করেছে) কাল সারারাত ধ'রে আমি কী ভেবেছি জানেন? ভেবেছি এই যে আমার স্বামীকে আপনি বাঁচালেন তা শুধু আমার জন্যে, এই যে আপনি জীবন দিতে যাচ্ছেন তা কেবল আমার জন্যেই

...আমি যদি পারতাম আমার জীবন দিয়ে আপনার জীবন বাঁচাতে...

হারুন (মৃদু হেসে) আমি নিশ্চয়ই সেটা হতে দিতাম না।

রিনা আপনাকে এখনো আমি বাঁচাতে পারি।

হারুন কী করে? আমার সঙ্গে পোশাক বদল করে?

রিনা ঠাট্টা করবেন না... (অফিসারদের দিকে ইঙ্গিত করে) ওঁদের যে আপনি বেলায়েৎ আলি নন।

হারুন তা'তে কোনো লাভ হবে না। আমি তা'তে রেহাই পাবো না। শুধু মাঝখান থেকে বেলায়েৎ আলির পালানোর অর্ধেক পথ বন্ধ হবে। (একটু থামে) রিনা, ওরা আজ আমাদের একজন গুলী করে মেরে দেশের মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছে। আমরা ওদের দেখাই না কেন যে দেশের জন্যে গুলীর সামনে বুক পাততে আমরা ভয় পাই না?

রিনা (তার ধৈর্য আর বাঁধ মানছে না) কী হবে এসব করে?

হারুন (আবার হাসে) সত্যিই ঃ কী হবে এসব করে? কী সবেই বা কী হয়? আপনি ঠিকই বলেছেন। ছেলেদের মাথায় এসব অদ্ভুত ধারণাই থাকে আর মেয়েরা এদের ভিতরে পাগলামি খুঁজে বার করে।

রিনা মেয়েরা যাদের ভালবাসে এদের ভিতর দিয়েই তো তাদের হারায়।

হারুন কিন্তু আমি মরে গেলে কোনো মেয়ে কিচ্ছু হারাবে না। মা তো রোগশয্যা থেকে আমাকে মৃত্যুর অভিশাপ দিচ্ছে। বোন্ বড়জোর দিন দুয়েক একটু চেঁচিয়ে কাঁদবে।

রিনা (পাথরের মত শক্ত হয়—যে-পাথরের মধ্যে তার সমস্ত আবেগ জমা হয়ে আছে) আর আমি?

হারুন আপনি? আমাকে যতখানি পছন্দ করা উচিত ছিলো তার চেয়ে বেশী পছন্দ করেছেন বলে আপনাকে আমার ধন্যবাদ

জানানো উচিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারাজীবন আপনি আমার কথা ভাববেন।

রিনা (প্রায় ফিসফিসানির মতো) আপনি কী করে জানেন যে ভাববো না?

হারুন (সে বিচলিত হয়েছে) রিনা...?

রিনা এখনো সময় আছে। আমি ওদের জানাবো যে আপনি আমার স্বামী নন। (হারুনের হাত ধরে) তুমি না কোরো না। তোমার মত একজন বীরের এমন অপমৃত্যু হতে তুমি দিও না।

হারুন (আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে) কিন্তু বীরত্ব আমার থাকবে কোথায় যদি না ম'রে এখান থেকে আমি চলে যাই?

রিনা (প্রায় নিরাশ হয়ে) তুমি তাহলে মরতেই চাও?

হারুন মোটেই না।

রিনা তাহেল নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না কেন? আমি অনুরোধ করছি, আমার কথা শোনো। তুমি বলেছিলে আমার জন্যে তুমি আমার স্বামীকে বাঁচিয়েছিলে। আমার জন্যেই তুমি নিজেকে বাঁচাও।

হারুন রিনা (রিনা তার মুখের দিকে তাকায়)। তোমাকে আমি যা বলেছিলাম তা মিথ্যে—ঠিক যে-মিথ্যা মেয়েদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে ছেলেরা বলে। আমি যা করেছি তা যেমন আমি বেলায়েৎ চাচার জন্যে করিনি, তেমনি তোমার জন্যেও নয়। যে-কোনো লোকের জন্যে, যে-কোনো লোকের স্ত্রীর জন্যে একই কাজ আমি করতাম। না ক'রে পারতাম না। এই-ই আমার নিয়ম।

রিনা আমাকে তাহলে তুমি ভালবাসো না?

হারুন শুধু এই কথাই তোমার মনে হলো?

রিনা আর কী? আর কী—

[রিনা কথা শেষ করতে পারে না। মেজর তাঁর হাতের ঘড়ি দেখে তাকে বাধা দেন।]

মেজর (উঠে একটু এগিয়ে) পনর মিনিট হয়ে গেছে।

[রিনা ও হারুন ঘরে আসে। রিনা দর্শকদের স্থানের দিকে যায়।]

মেজর (কর্নেলকে) তা'হলে বিচার শুরু করে দেওয়া যাক স্যার।

কর্নেল হুঁ।

মেজর (দাঁড়িয়ে, হারুনকে) মওলানা বেলায়েৎ আলি—

কর্নেল (দর্শকদের জায়গায় রিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মেজরকে) দাঁড়ান। (উঠে রিনার কাছে অনেকটা অনুরোধের সুরে) আপনি বাড়ি চলে যান। (রিনা মাথা নাড়িয়ে জানায় সে যাবে না) এখানে থেকে কী করবেন? (রিনা ইঙ্গিতেও কোনো জবাব দেয় না। কর্নেল বোঝেন সে থাকবেই। তিনি ফিরে আসেন। ফিরে এসে একটা চেয়ার দেখিয়ে একজন সিপাহীকে বলেন) এই চেয়ারটা ওঁকে দিয়ে এসো। (সিপাহী রিনাকে চেয়ার দিয়ে আসে। সে তা'তে বসে আগের মত বিচারস্থলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্নেল মেজরকে আবার শুরু করতে বলেন) বলুন। (তিনি বসেন)।

মেজর (দাঁড়িয়েই, হারুনকে) মওলানা বেলায়েৎ আলি দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অপরাধে তোমাকে—

হারুন 'তুমি' নয়, 'আপনি' বলুন।

[মেজর অসন্তুষ্ট হয়ে কর্নেলের দিকে তাকান। কিন্তু কর্নেলকে দেখে তাঁর মনে হয় না যে তিনি তাঁর পক্ষে। অগত্যা তাঁকে শব্দ পাল্টাতে হয়।]

মেজর দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এখন আপনার বিচার হবে। বিচার করবেন কর্নেল আসিফ চৌধুরী। (তিনি বসেন।

তাঁর পাশে বসে আছেন ক্যাপ্টেন সুলেরী। তাঁদের সবাইয়ের সামনে কাগজপত্র ও হাতে কলম। সুবাদার ও সিপাহীদের কেউ কেউ কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে।)

কর্নেল (হারুনকে) আপনার নাম কী?

হারুন নাম না-জেনে কি আপনারা আমাকে এখানে এনেছেন?

কর্নেল উঁ...? (একটু হেসে) আপনি বিপ্লবী?

হারুন আমি দেশকে ভালবাসি।

কর্নেল থাক, দেশ ব'লে কিছু আছে স্বীকার করেন তাহলে...কেন তবে দেশের এক অংশকে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন?

হারুন দেশের সকল মানুষের, সকল অংশের সকল মানুষের সমান স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী এবং এটাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

কর্নেল (হারুনের কথাটাকে নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন) এই কাজটাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন না কেন। এই জন্যেই তো আমরা ক্ষমতা হাতে নিয়েছি। দেশের সব অংশের সব মানুষের মধ্যে সাম্য আমরা আনবো। দেশের মানুষের মুক্তি দেবো আমরা।

হারুন আমি বিশ্বাস করি না। ওপর থেকে যারা ক্ষমতা হাতে নেয় নীচেকার মানুষের বন্ধু তারা হতে পারে না।

কর্নেল (সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন না কর্নেল। দুই ঠোঁট চেপে টেবিলের উপর কয়েকবার কলম ঠোকেন।) আপনার এ-কথা শোনার পর একজন সৈনিকদের পক্ষে কী চিন্তা করা সম্ভব বলুন তো?

হারুন কোনো সৈনিকের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।

কর্নেল (জোরে হেসে ওঠেন। তারপর সেই হাসির সুরেই) কথার খেলা বেশ খেলতে পারেন তো—একেবারে ঠিক ভাঁড়ের মতো।

[হাতের ঘড়ি দেখেন মেজর। তারপর ইঙ্গিতে কর্নেলকে জানান যে সময় হয়ে এসেছে; সুতরাং বিচার এখন শেষ করে দেওয়া উচিত। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কাগজে কিছু লেখেন কর্নেল।]

কর্নেল আপনার বিচার শেষ হয়েছে মওলানা বেলায়েৎ আলি। বিচারে দেশদ্রোহিতার অপরাধে আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আজ বেলা বারোটায় ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীতে আপনার মৃত্যু হবে।

[রায় প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যায় রিনা। অফিসাররা তখন উঠি উঠি করছেন।]

রিনা দাঁড়ান। (হারুনকে দেখিয়ে) ওঁর ফাঁসি হবে না। উনি বেলায়েৎ আলি নন। (অফিসাররা অবাক হন)

মেজর মানে?

রিনা উনি আমার স্বামী নন।

হারুন আপনারা ওর কথায় কান দেবেন না কর্নেল সাহেব। ও বিশ্বাসই করতে চাইছে না যে আমাকে বাঁচানো যাবে না।

কর্নেল (হারুনের কথায় কোনোরকম কর্ণপাত না ক'রে, রিনাকে) তার মানে আপনি বলতে চান—কিছু মনে করবেন না—আপনি ওঁর স্ত্রী নন?

রিনা না, কারণ উনি বেলায়েৎ আলি নন। তিনি পালিয়ে গেছেন আর তাঁর হয়ে ও জীবন দিতে এসেছে।

কর্নেল উনি কে? (রিনা জবাব দেয় না। কর্নেল হারুনের দিকে চান। সেও নির্বাক।) ক্যাপ্টেন সুলেরী, আপনিই না ওঁকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলেন?

ক্যাপ্টেন জী। বেললায়েৎ আলির বাড়ি থেকেই আমি ওঁকে ধরে নিয়ে আসি। ওঁরা দুজন যে-ভাবে বসে চা খাচ্ছিলেন যে (প্রথমে হারুনের ও পরে রিনার দিকে ইঙ্গিত করেন) ওঁকে এঁর স্বামী এবং বাড়ির কর্তা ব'লেই আমি ভেবেছিলাম।

কর্নেল হু...(একটু থামেন) জলদি দুজন সিপাই নিয়ে যান। রাস্তায় প্রথমে যাকে পাবেন তাকেই ধ'রে আনবেন।

[সিপাই নিয়ে বেরিয়ে যান ক্যাপ্টেন সুলেরী]

কর্নেল (রিনাকে) আপনি বসুন মিসেস আলি। উনি যদি আপনার স্বামী না হন তাহলে অবশ্য) ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয় (রিনা আশার আলো চোখে নিয়ে তাঁর দিকে তাকায়)—আপনার জন্যে। (রিনার চোখের আলো নিভে যায়। সে বসে—হারুনের কাছেই।)

হারুন (রিনাকে) এ কী করলেন?

রিনা পারলাম না (মানে 'না বলে আমি থাকতে পারলাম না')...

কর্নেল (হারুনকে) বেলায়েৎ আলি সাহেব—মাফ করবেন, আপনার নতুন নাম না-জানা পর্যন্ত এই নামেই আপনাকে ডাকতে হচ্ছে—আপনি কিন্তু এই ব্যাপারটার উপর ভিত্তি ক'রে নতুন কিছুর স্বপ্ন দেখবেন না। গুলীর দৃষ্টান্ত আমাদের দেখাতে হবেই।

হারুন আমি জানি কর্নেল।

[হারুন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু অফিসের ভিতর থেকে একজন সিপাহী আসায় সে বাধা পায়। সিপাহী এসে কর্নেলকে স্যালুট করে]

সিপাহী মেজর জেনারেল আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন। খুব জরুরী।

কর্নেল (উঠে, মেজরকে) সাক্ষী এলে জেনে নেবেন (হারুনকে দেখিয়ে) ইনি কে। তবে যিনিই হোন ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীর সামনে ওকে দাঁড়াতে হবেই। একজন দেশদ্রোহীকে পালাতে দেওয়াই গুলীর পক্ষে যথেষ্ট। (কর্নেল চলে যান। তাঁর সঙ্গে সিপাহীটিও যায়। অপর পাশ থেকে ক্যাপ্টেন সুলেরী ও আগের সিপাহী দুজন ঢোকে। মন্টুকে তারা চ্যাংদোলা করে এনেছে।)

ক্যাপ্টেন (মন্টুকে) দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাড়াও। (মন্টুর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু ভয়ের চিহ্ন তার মুখে থেকে কিছুমাত্র কমে না।)

মেজর তোমার নাম কী?

মন্টু মন্টু।

হারুন আতিকুর রশিদ—উল্লুক কোথাকার! কেউ জিজ্ঞেস করলে পুরো নাম বলতে হয় এটাও শেখ নি?

মেজর বেলায়েৎ আলি——

হারুন মেজর সাহেব, এমন এক মা'র হাতে ও মানুষ হয়েছে যে ধমক দিয়ে কথা না বললে ওর কাছে ঠিক জবাব পাবেন না।

মেজর (মন্টুকে) তুমি মওলানা বেলায়েৎ আলিকে চেন?

মন্টু কে, বেলায়েৎ চাচা? কেন চিনবো না? (ভাবখানা এই যে মেজর নির্বোধের মতো এই প্রশ্ন করলেন কী করে)

মেজর তিনি এখানে আছেন?

মন্টু জানি না।

মেজর তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো?

মন্টু (এবার চারপাশে দেখে) না।

মেজর তুমি এই আসামীকে চেনো?

মন্টু কে, ভাইয়া?

মেজর এঁর নাম কী?

মন্টু হারুন।

হারুন উল্লুক, পুরো নাম বল্।

মন্টু হারুন-অর-রশিদ।

মেজর ঠিক করে বলো তো ইনি কে?

মন্টু আমার ভাই—বড়ভাই।

মেজর তুমি ঠিক জানো যে ইনি বেলায়েৎ আলি নন?

মন্টু কী—ও বেলায়েৎ চাচা। তিনি তো মওলানা, কত ভাল লোক, আর ও তো বদমায়েশ, শয়তানের সাকরেদ।

[অনেকেই তার কথায় হেসে ওঠে]

মেজর আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।

হারুন (মন্টু যাচ্ছে না দেখে) কী হলো—যাচ্ছিস না কেন?

[মন্টু চলে যায়]

ক্যাপ্টেন (হারুনকে) আপনি তাহলে আমাকে ঠকিয়েছিলেন?

হারুন ঠকাতে আর পারলাম কই।

মেজর হারুন-অর-রশিদ, আপনি বেলায়েৎ আলির জায়গা নিতে চেয়েছিলেন। তা-ই আপনাকে দেওয়া হবে।—ঠিক সেই নির্ধারিত সময়ে, বেলা বারটায়। (ঘড়ি দেখেন) ক্যাপ্টেন (ইশারায় ক্যাপ্টেনকে তিনি জানান হারুনকে ফায়ারিং স্কোয়াডের জন্যে প্রস্তুত করতে। ক্যাপ্টেন সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হারুনের কাছে আসতেই রিনা ছুটে গিয়ে হারুনকে ধরে।)

রিনা না—না—

[নারী জাতির প্রতি কোনোরকম শ্রদ্ধা মেজর বখতিয়ারের নেই। এই শ্রদ্ধাহীনতা রিনার বেলায় শালীনতাবিহীনতায় পরিনত হলো যখন তিনি জানলেন যে আসামী তার স্বামী নয় এবং ধারণা করলেন মেয়েটি ব্যাভিচারিণী।]

মেজর (ধাক্কা দিয়ে রিনাকে সরিয়ে ফেলে দিতে চান) দূর হ' মাগী—

হারুন (মেজরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে) চুপ শয়তান... (অন্যেরা হারুনকে জোরে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কর্নেল চৌধুরী তখন ঢুকলেন। তিনি দেখেন উত্তেজনায় হারুন কাঁপছে।)

কর্নেল (মেজরকে) কী হলো?

মেজর কিছু না·· (অন্যদের) ওকে ছেড়ে দাও। নিজেকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে। (হারুনকে সৈন্যেরা ছেড়ে দেয়)

কর্নেল সাক্ষীর কী হলো?

মেজর ছেড়ে দিয়েছি। তার কাছ থেকে জানা গেছে (হারুনকে দেখিয়ে) ও বেলায়েৎ আলি নয়। ওর নাম হারুন-অর-রশিদ।

কর্নেল হুঁ... (একটু থেমে) পীরগঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ। যতই মরছে ততই ওরা দলে বাড়ছে। মেজর জেনারেল ওদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু এই গুলী বন্ধ না করলে কোনোরকম আলোচনা চালাতে ওরা রাজি নয়। এটাই এখন ওদের প্রথম দাবি।

মেজর প্রথম দাবিটা উড়িয়ে দিলেই সব দাবি বন্ধ হয়ে যাবে। ভয়েই আর কিছু উত্থাপন করতে সাহস করবে না।

কর্নেল মনে হয় না সমস্যাটা অত সহজে মিটবে।

[হারুনকে ধরে একটা লম্বা ও চওড়া তক্তার সামনে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করানো হয়। অদূরে ফায়ারিং স্কোয়াড। হারুন সামনে ঘুরে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন তার চোখে কালো কাপড় বাঁধতে যান]

হারুন ওর প্রয়োজন নেই ক্যাপ্টেন।

[ক্যাপ্টেন অনিচ্ছকৃতভাবে কাপড় বাঁধা বন্ধ করেন। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন ফায়ারিং স্কোয়াডের কাছে শেষ আদশের প্রস্তুতির জন্যে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে রিনা। কী যে দেখছে তা সে নিজেও জানে না]

[মেজর ও কর্নেল ঘড়ি দেখেন]

মেজর (হাত তুলে) রেডি?

ক্যাপ্টেন (হাত তুলে জবাব দেন) রেডি।

[দূরে বারেটো বাজার ঘন্টা পড়তে শুরু হয়]

হারুন আপনার ঘড়ি স্লো ক্যাপ্টেন। কাছারির ঘড়িতে সময় হয়ে গেছে।

[ফায়ারিং স্কোয়াড হারুনের দিকে রাইফেল উঁচু করে তাকে করে আছে। ক্যাপ্টেন হাত তুলে 'ফায়ার' বলতে যাবেন এমন সময় বাইরে থেকে একজন চীৎকার করে ওঠেন 'দাঁড়ান'। তিনি ছুটে এসে কর্নেলকে স্যালুট করে একটা কাগজ তাঁকে দেন। আগন্তুক আর্মির একজন কর্মচারী।

কর্নেল (কাগজটা পড়ে) আসামীকে ছেড়ে দাও।

[সবাই হতভম্ব। ফায়ারিং স্কোয়াডের রাইফের নেমে আসে।]

কর্নেল (মেজরকে) জেনারেল খানের আদেশ আসামীকে বিনাশর্তে মুক্তি দাও।

মেজর ...কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো?

কর্নেল এ-ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারতো না। দেশটাকে হাতে রাখতে গেলে এইভাবেই আমাদের এগুতে হবে। (একটু থেমে) শক্তির জোরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে নেওয়া যায়, কিন্তু কেবল শক্তির ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্র শাসন করা যায় না। (হারুন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়) আপনি মুক্ত হারুন সাহেব।

হারুন ধন্যবাদ।

[হারুন রিনার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে। রিনা তার দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখে পানি। তার মনে হতে থাকে যে তার এতদিনকার ঈশ্বর বিশ্বাসের ফল যেন আজ ফললো। কী যে সে করবে ভেবে পায় না।]

কর্নেল (মেজরকে—কিন্তু হারুন ও রিনা শুনতে পায়) পীরগঞ্জ থেকে বিপ্লবীদের একজন নেতা আমার সঙ্গে আলোচনার জন্যে আসছেন।

[বাইরে দ্রুতগামী মোটরের জোরে ব্রেক কষার শব্দ শোনা যায়। মলিন পোশাক এবং চেহারায় বেলায়েৎ আলি প্রবেশ করেন।]

বেলায়েৎ আস্‌সালামু আলায়কুম।

কর্নেল ওয়ালায়কুম আস্‌সালাম।

বেলায়েৎ (কর্নেলকে) আপনিই কি কর্নেল আসিফ চৌধুরী?

কর্নেল জী।

বেলায়েৎ আমি পীরগঞ্জ থেকে আসছি। মেজর জেনারেল রিয়াজ সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। (কর্নেলকে তিনি একটা কাগজ দেন। কর্নেল সেটা দেখতে থাকেন।)

হারুন বেলায়েৎ চাচা।

রিনা (বেলায়েৎকে) তুমি? (বেলায়েৎ বাড়ি থেকে চ'লে যাবার সময় রিনা যা অবাক হয়েছিলো এখন তার দ্বিগুণ অবাক হয় সে)

বেলায়েৎ তোমাকে বলেছিলাম না রিনা তোমার স্বামীকে তুমি এখনো চেনো নি?

কর্নেল (বেলায়েৎকে) চলুন আমরা অফিসে যাই।

বেলায়েৎ চলুন। (যেতে যেতে) হারুন, আমার বোকা স্ত্রীটিকে তুমি বাড়িতে পৌঁছে দিও।

[আর্মির অফিসাররা এবং কর্নেলের নির্দেশে সিপাহীরা অফিসের মধ্যে ঢোকে। তাদের অনুসরণ করেন বেলায়েৎ। ইতোমধ্যে শহরে খবর ছড়িয়ে গেছে যে আসামীকে গুলী করা হয় নি। চারপাশ থেকে লোক ছুটে আসতে থাকে এবং হারুনকে ঘিরে তাদের উল্লাসধ্বনি প্রকাশ করতে থাকে]।

রিনা (কাছে গিয়ে, হারুনকে) শোনো। (তারপর হারুনকে একপাশে নিয়ে গিয়ে) ওঁকে যেন এ-সব কিছু তুমি বালো না

হারুন পাগল—এ কি কাউকে বলবার?

[তারা দুজন দুজনের কাছ থেকে সরে যায়। এর মধ্যে আরো লোক জমা হয়েছে। সবাই মিলে হারুনকে কাঁধে তুলে 'হারুন ভাইয়া, জিন্দাবাদ, হারুন ভাইয়া, জিন্দাবাদ' ধ্বনি করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ বেরিয়ে যায়। রিনা কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর তারা দূরে চলে গেল সামনের দিকে। আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।]